হঠাৎ নবাব।

প্রসিদ্ধ ফরাসি প্রহসন-কার মলিয়েরের প্রণীত

"লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম" নামক

প্রহসন হইতে

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈশাখ ১৮০৬ শক।

পাত্রগণ।

জুর্দ্যাঁ।—দোকান্‌দার—হঠাৎ নবাব।

জুর্দ্যাঁর স্ত্রী।

লুসিল্‌।—জুর্দ্যাঁর কন্যা।

ক্লেয়োন্ত।—লুসিলের বিবাহার্থী।

দরিমেন্‌।—একজন বেগম।

দোরান্ত। একজন নবাব—দরিমেনের প্রণয়ী।

নিকোল।—জুর্দ্যাঁর দাসী।

কবিয়েল। ক্লেয়োন্তের ভৃত্য।

একজন গানের ওস্তাদ, একজন নাচের ওস্তাদ, একজন অস্ত্রশিক্ষার ওস্তাদ, একজন তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক—দর্জিগণ দুইজন পেয়াদা। গায়কদল ও নৃত্যকারীর দল।

হঠাৎ নবাব।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ ও তাহাদের দলবল।)

গানের ওস্তাদ।—(দলের প্রতি)

এস হে, তোমরা এই ঘরে এস; যতক্ষণ না তিনি আসেন এই খানে বোসে একটু আরাম কর।

নাচের ওস্তাদ।—(তার দলবলের প্রতি) তোমরাও এই দিকে ব'স।

গানের ওস্তাদ।-(ছাত্রের প্রতি) সেটা কি তৈরি হয়েছে ?

ছাত্র।-হাঁ হ'য়েছে।

গা-ওস্তাদ।—দেখি ; বাঃ বেশ হয়েছে যে !

না-ওস্তাদ।—ওটা কি কিছু নতুন চীজ্ তৈরি হ'ল নাকি ?

গা-ওস্তাদ।—ওটা একটা বিরহ টপ্পা। আমার ছাত্রকে দিয়ে এই খেনেই ওটা তৈরি করিয়েছি।

না-ওস্তাদ।—আমি কি দেখ্‌তে পারি?

গা-ওস্তাদ।—যখন আমাদের মনিবের কাছে গাওয়া হবে তখনই শুন্‌তে পাবে। আর বেশী দেরি নেই।

না-ওস্তাদ।—আজ কাল আমাদের দুজনের হাতেই খুব কাজ।

গা-ওস্তাদ।—তা সত্যি। আমাদের ঠিক মনের মতন মনিবটি পেয়েছি। আমাদের মনিবই আমাদের জমিদারী। দোকানদার হঠাৎ বড় মানুষ হ'য়ে উঠেছে, মাথায় কতই সক্ চেপেছে। এই রকম সব কাপ্তেন পেলে আমরা আর কিছুই চাইনে।

না-ওস্তাদ।—কিন্তু ভাই একটু সমজ্‌দার লোক না হ'লে তেমন সুখ হয় না।

গা-ওস্তাদ।—তা সত্যি। কিন্তু তাতে কি এল গেল? আমাদের ত বেশ টাকা দেয়; টাকা পেলেই আমাদের ব্যবসা গুল্‌জার!

না-ওস্তাদ।—আমার কথা যদি বল, ত ভাই, বল্‌তে কি, আমি একটু প্রশংসা চাই। বাহবা পেলে আমার মনটা খুব গলে। আর তাও বলি—একটা উজ্‌বুক জানোয়ারের কাছে গান বাজনা শোনান বড় ঝক্‌মারি—হাঁ, যারা বোঝে, তাদের শুনিয়ে সুখ আছে।

গা-ওস্তাদ।—তা' সত্যি; কিন্তু ফাঁকা বাহবার সঙ্গে কিছু কিছু নিরেট মাল থাকাও চাই। লোকটা নেহাৎ

বোকা, নিতান্ত উজবুক বটে, কিন্তু ইদিকে টাকা কড়ি বেশ দেয়, আর কি চাই বল? যে বড় লোকে এখানে আমাদের পরিচয় ক'রে দিয়েছে, তার চেয়ে এই সামান্য দোকান্দারটা অনেক ভাল।

না-ওস্তাদ।—হাঁ, তুমি যা' বল্‌চ তা কতকটা সত্যি বটে—কিন্তু তুমি ভাই টাকা টাকা ক'রে গেলে যে! টাকাটা বড় নীচ জিনিষ। টাকার উপর অত টান থাকা কি ভাল মানুষের উচিত?

গা-ওস্তাদ।—কিন্তু মুখে তুমি যাই বল টাকা নিতে ত বড় কসুর কর না।

না-ওস্তাদ।—তা নিই বটে, কিন্তু আমার তাতে ভাই সুখ হয় না। লোকটা যেমন ধনী তেমনি যদি একটু সমজদার হ'ত তা'হলে বড় ভাল হত।

গা-ওস্তাদ।—তা' বটে, আমরা ত তাকে সমজদার কোরে তোল্‌বার চেষ্টায় আছি। কিন্তু আর কিছু নাই হোক্, ওলোকটার দ্বারায় ত আমরা দশ জনের কাছে পরিচিত হচ্চি। সেই আমাদের আর একটা লাভ। আমাদের মনিবের কাছ থেকে বাহবা না পাই টাকা পাব, আর সেই বাহবা বাইরের দশ জনের কাছে থেকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দোকানদার বড়লোক জুর্দ্যাঁ (একটা আলখাল্লা ও রাত-পোরে টুপি পরিয়া,) গান নাচের ওস্তাদ প্রভৃতি।

জুর্দ্যাঁ।—এই যে, তোমরা এসেছ যে, ব্যাপারটা কি? তোমাদের তামাসা আমাকে দেখাবে কি?

না-ওস্তাদ।—সে কি? কিসের তামাসা মশায়?

জুর্দ্যাঁ।—অ্যাঁ, অ্যাঁ, ঐ যে,—তাকে কি বলে ভাল—ঐ যে যাতে কথা বার্ত্তার সঙ্গে গান আছে, নাচ আছে।

না-ওস্তাদ।—অ্যাঁ, অ্যাঁ?

গা-ওস্তাদ।—আমরা ত মশায় প্রস্তুত আছি।

জু।—আমার একটু আস্‌তে দেরি হ'য়ে গেছে, তোমাদের একটু খানি বোসে থাকৃতে হ'য়েছে, তা' দেখ, আজ আমি বড়লোকদের মত পোষাক পরছিলুম; আমার দর্জ্জি যোড়া কতক রেশমের মোজা পাঠিয়ে দিয়েছে—সে এমন ভাল যে কি বল্‌ব!

গা-ওস্তাদ।—গোলামরা ত হাজির আছে, হুজুরের ফুর্‌সৎ হলেই হল।

জু।—দেখ, যতক্ষণ না আমার সেই পোষাকটা আসে,

ততক্ষণ তোমরা থেকো। আমার পোষাকটা তোমাদের দেখ্‌তে হবে।

না-ওস্তাদ।—হজুরের যা' মর্জ্জি।

জু।—আজ আমি মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বড় লোকদের পোষাক পর্‌ব।

গা-ওস্তাদ।—তা' পর্‌বেন বৈ কি!

জু।—আমার দর্জ্জি বলে যে বড় লোকেরা সকাল বেলা এই পোষাক পরে।

গা-ওস্তাদ। হজুরের গায়ে বড় সরেস মানিয়েছে।

জু।—ওহে পেয়াদা, আমার দুই দুই পেয়াদা!

প্রথম পেয়াদা।—আজ্ঞে হজুর, কি হুকুম?

জু।—না কিছু না।—আমি দেখ্‌ছিলুম, তোরা হাজির আছিস্ কি না। (ওস্তাদদের প্রতি) চাকরদের পোষাক কেমন হে?

না-ওস্তাদ।—চমৎকার।

জু।—(আল্‌খাল্লা খুলিয়া, লাল মকমলের পায়জামা ও জামা দেখাইয়া) এই রকম পোষাক প'রে সকাল ব্যালা ব্যাড়াতে ট্যাড়াতে বেশ।

গা-ওস্তাদ।—অতি উত্তম।

জু।—পেয়াদা!

প্রথম পেয়াদা।—হজুর!

জু।—আমার আর এক পেয়াদা!

দ্বিতীয় পেয়াদা।—হজুর!

জু।—আমার পোষাকটা ধর।—এই রকমেই আমাকে ভাল দেখ্‌ছ না?

না-ওস্তাদ।—অতি উত্তম। এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হ'তে পারে না।

জু।—এখন তোমাদের তামাসা দেখা যাক্।

গা-ওস্তাদ।—হজুর যে বিরহ টপ্পা ফর্ম্মান্ করেছিলেন, তা আমার এই সাক্রেদ তৈরি ক'রেছে। সেইটে হজুরকে প্রথমে শোনাব।

জু। একজন সাক্রেদ্‌কে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তুমি বুঝি নিজে করতে পার নি?

গা-ওস্তাদ।—সাক্রেদের নামে হজুর পিছবেন না। এই রকম সাক্রেদ্ ওস্তাদের মতই লায়েক। সুরটা যতদূর ভাল হবার তা' হ'য়েছে।

জু।—তবে আমার পোষাকটা দাও। পোষাক পোরলে ভাল কোরে শুন্‌তে পারব—না—না—থাম—বিনা পোষাকেই শোনা ভাল। না—না—পোষাকটা দাও—তা' হ'লে আরও ভাল হবে।

গান।

যে অবধি নেত্রবাণ হানিয়াছ খরতর,
সে অবধি বিধুমুখি, হ'য়ে আছি মর' মর'।

প্রেমে যে জন গদগদ, তা'রেই যদি প্রাণে বধ'
যে জন তোমার শক্র তাহার না জানি কি দশা কর'।

জু। এ গানটা কেমন দুঃখের দুঃখের ঠেক্‌চে। শুন্‌লে কেমন ঘুম আসে। এমন একটা গান শুন্‌তে চাই যাতে প্রাণটা উল্‌সে ওঠে।

গা-ওস্তাদ।—যে রকম কথা সেই রকম সুর হওয়া চাইত মহাশয়!

জু।—কিছু দিন' হ'ল একটা বড় সরেস গান শিখে-ছিলুম।—রোস—কি ভাল সে গানটা?

না ওস্তাদ।—আমি ত মহাশয় জানিনে।

জু।—তাতে একটা পাঁঠার কথা আছে।

না-ওস্তাদ।—পাঁঠা?

জু।—হাঁ পাঁঠা।

(গানারম্ভ)

প্রিয়ে, তোরে বড়ই মিষ্টি ভেবে ছিলেম আগে,
এমন মিষ্টি মুখশশি পাঁঠা কোথায় লাগে?
হায়, হায়, দেখ্‌ছি এখন, এমন তোর কঠিন মন
তোর কাছে (প্রেয়সী আমার) হার মানে বনের বাঘে!

এ গানটা খুব সরেস না?

গা-ওস্তাদ।—বড় সরেস। এমন আর হয় না!

না-ওস্তাদ।—আর হজুর কি চমৎকার গান করেন! কি সরেস গলা!

জু।—অথচ আমি কখন গান শিখিনি।

গা-ওস্তাদ।—হজুর যেমন নাচ শিখ্‌চেন, তেমনি গান শেখাও আপনার কর্ত্তব্য। এই নাচ আর গান বাজ্‌না—এই দুটোতে বড় যোগ আছে।

না-ওস্তাদ।—আর নাচ গান শিখ্‌লে কেমন দেল্‌ খুলে যায় এমন আর কিছুতে না।

জু।—আচ্ছা বড় লোকেরাও কি গান বাজনা শেকে?

গা-ওস্তাদ। হাঁ মশায় শেখে বৈ কি!

জু।—তবে আমি শিখ্‌ব। কিন্তু কে জানে শিখ্‌তে কতদিন লাগ্‌বে! কেন না তলোয়ার খেল্‌বার ওস্তাদ ছাড়া একজন পণ্ডিতও রেখেছি, তাঁর কাছে আজ সকালে তত্ত্ববিদ্যা শিখ্‌ব।

গা-ওস্তাদ।—হাঁ—তত্ত্ববিদ্যা একটা চীজ্‌ বটে, কিন্তু হজুর গান—গান—

না-ওস্তাদ।—গান আর নাচ—গান আর নাচ—এই দুই বিদ্যেই যথেষ্ট।

গা-ওস্তাদ।—রাজ্যের মধ্যে গান যেমন কাজের এমন আর কিছুই না।

না-ওস্তাদ।—নাচ যেমন মানুষের পক্ষে আবশ্যক এমন আর কিছু না।

গা-ওস্তাদ।—গান না হ'লে রাজ্য চল্‌তেই পারে না।

না-ওস্তাদ। নাচ না হ'লে মানুষ কোন কাজই কর্‌তে পারে না!

গা-ওস্তাদ।—পৃথিবীতে যত গোলমাল, যত ঝগড়া ঝাঁটি দেখা যায়, তা কেবল গান না জানার দরুণই হয়!

না-ওস্তাদ।—মানুষের যত কিছু দুর্দ্দশা, ইতিহাসে যত কিছু বিপ্লবের কথা শোনা যায়, রাজমন্ত্রীদের যত কিছু ভুল হয়, বড় বড় সেনাপতিদের যত কিছু চুক হয়, তা' কেবল নাচ্‌তে না জানার দরুণই হয়।

জু।—সে কি রকম?

গা-ওস্তাদ।—মানুষদের মধ্যে ঐক্যের অভাবেই কি যুদ্ধ বাধে না?

জু।—তা সত্যি।

গা-ওস্তাদ।—যদি সকলেই সঙ্গীত শেখে, তা'হলেই কি সকলের মধ্যে মিল্ হবার উপায় হয় না?

জু।—তুমি ঠিক বলেছ।

না-ওস্তাদ।—যখন কোন মানুষ, রাজ্যের মধ্যে কিম্বা তার পরিবারের মধ্যে কিম্বা সৈন্য চালনায় কোন ভুল করে, তখন কি লোকে বলেনা যে, অমুক লোকের অমুক কাজে পদস্খলন হ'য়েছে।

জু।—হাঁ লোকে তা'বলে বটে।

না-ওস্তাদ।—আর নাচ না জানবার দরুণ ভিন্ন আর কিসে পদস্খলন হয় বলুন?

জু।—তা' সত্যি। তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ।

না ওস্তাদ।—তবে এখন দেখুন, নাচ গান কত কাজে লাগে?

জু।—এখন আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি।

গা-ওস্তাদ।—আমাদের দুজনের কাজ কি তবে দেখ্‌তে চান?

জু।—হাঁ,

গা-ওস্তাদ। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি, গানেতে যে কত রকমের ভাব প্রকাশ করা যায় তারই একটা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই গান তৈরি করেছি।

জু।—তা' বেশ?

গা-ওস্তাদ।—(গাইয়ে বাজিয়েদের প্রতি) এদিকে এ'স। (জুর্দ্দ্যার প্রতি) আপনার এখন কল্পনা কর্‌তে হবে যে, ওরা রাখালদের মত কাপড় পোরে আছে।

জু।—সারাদিন রাখাল কেন? সব জায়গাতেই ওদের দেখা যায়।

না-ওস্তাদ।—যখন কোন লোককে দিয়ে গান কোরে কথা কওয়াতে হয়, তখন তাকে রাখাল না সাজালে হয় না। কেননা গান করা চিরকাল রাখালদেরই সাজে, রাজা রাজ্‌ড়া কিম্বা জমিদারদের গান করাটা স্বাভাবিক নয়।

জু।—আচ্ছা, আরম্ভ কর', দেখা যাক্।

(সকলে মিলিয়া গান)

গায়িকা।—

প্রেম যারা করে, শুখাইয়া মরে
দিবানিশি মন দহে ;
লোকে কিন্তু বলে, সুখেই শুথায়
সুখেতেই শ্বাস বহে।
লোকে যা' বলুক্, কিছুই তা নয়,
স্বাধীনতা সম কিছুই নহে।

১ম গায়ক।—

প্রণয় যেমন আছে কি তেমন
মিশিলে মনেতে মনে ?
মানুষের সুখ কোথা বল দেখি
প্রেমের লালসা বিনে,
প্রাণ থেকে যদি প্রেম তুলে লও
প্রাণ থেকে সুখ লইবে ছিনে।

২য় গায়ক।—

প্রেমেতে প্রেমিক খাঁটি থাকে যদি
কি সুখ প্রেমের চেয়ে !
কিন্তু হায় হায়, পাওয়া বড় দায়
খাঁটি রাখালের মেয়ে !

আমি বলি ভাল না বাসাই ভাল

অবিশ্বাসী নারী যত !

১ম গায়ক।—

কি আছে প্রেমের মত !

গায়িকা।—

স্বাধীনতা মজা ভারি !

২য় গায়ক।—

বিশ্বাসঘাতিনী নারী !

১ম গায়ক।—

তুমি মোর সাত রাজার ধন !

গায়িকা।—

তুমি রে আমার সোণার চাঁদ !

২য় গায়ক।—

তোরে হেরি জ্বলে ঘৃণায় এ মন !

১ম গায়ক।—

সেত ভাল নয়, দূর কর' ঘৃণা,

ও কিও কথার ছাঁদ !

গায়িকা।—

খাঁটি রাখালিনী নারী

এখনি দেখাতে পারি !

২য় গায়ক।—

হায়, হায়, হায়, কোথায় সে জন !

গায়িকা —

মোদের জাতির নাম বাঁচাইব,
আমিই রে তোরে সঁপিব মন

২য় গায়ক।—

কিন্তু মন তোর আজ বাদে কাল
অবিশ্বাসী হবে না সে ?

গায়িকা।—

পরখ ক'রেই দেখা যাবে দোঁহে
কে কেমন ভাল বাসে !

২য় গায়ক।—

চপল যে জন, মরুক্ সে জন !

তিন জনে।—

এস মোরা সবে প্রণয়ে মাতি !
প্রণয় কেমন মজার রতন
হৃদয়ে হৃদয় গাঁথি !

জুর্দা।—বস্, হ'য়ে গেল ?

গা-ওস্তাদ।—হাঁ।

জুর্দা।—গানটা বেশ পরিপাটি। ওর মধ্যে বড় মজার মজার কতকগুলি কথা আছে।

নাচের ওস্তাদ।—আমাদের কাজ তবে আরম্ভ করি। পা ফেলার যত রকম কারিগুরী আছে, তা' সব দেখ্‌তে পাবেন।

জুর্দ্যা।—ওতেও আবার রাখাল আছে নাকি?

নাচের ওস্তাদ।—এতে আপনি খুসী হবেন। (নাচিয়েদের প্রতি) চলুক।—

(নৃত্য)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ। গান-বাজানার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ।

জুর্দ্যাঁ। বাঃ এ নিতান্ত মন্দ নয়, ও লোকগুল বেশ ত্রিং ভ্রিং করে লাফায়।

গা-ওস্তাদ। নাচের সঙ্গে যখন আবার গান বাজনা মিশবে তখন আরও ভাল লাগবে। আর আমরা যে আপনার জন্য একটা নাচ ঠিক করেছি তাতে বেশ মজা দেখ্‌তে পাবেন।

জুর্দ্যাঁ। আজ বৈকালে নিদেন তা হওয়া চাই। আমি যে ব্যক্তির জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ করেছি তিনি অনুগ্রহ করে এখানে আহার কর্‌তে আস্‌বেন।

না-ওস্তাদ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত।

গা-ওস্তাদ। কিন্তু, হজুর এক দিনেই কি বস্‌ হবে। আপনি যে রকম দেল-দরিয়া মানুষ, ভাল চিজ দেখতে শুনতে আপনার যে রকম সক্‌, তাতে প্রতি বুধবার, আর বেরস্পতিবারে আপনার বাড়িতে গান-বাজনার বৈঠক দেওয়া উচিত।

জুর্দ্যাঁ। বড় লোকেরা কি তাই করে?

গা-ওস্তাদ। আজ্ঞে হাঁ হুজুর।

জুর্দ্যাঁ। তবে আমিও করব। তা হলে ভাল হবে?

গা-ওস্তাদ। তার কোন সন্দেহ নেই। তা হ'লে আপনার তিন রকম গলার সুর যোগাড় করা আবশ্যক। উঁচু নীচু মাজারি। আর এই সকল গলার সুরের মত যন্ত্রও চাই। ছোট বেয়ালা বড় বেয়ালা আর—

জুর্দ্যাঁ। আর তার সঙ্গে একটা একতারাও চাই। একতারা যন্ত্রটা আমার বড় ভাল লাগে—ওর আওয়াজ বড় মিঠে।

গা-ওস্তাদ। সে সব বন্দবস্ত আমাদের করতে দিন।

জুর্দ্যাঁ। সে যাই হোক্ আমার টেবিলে গান করবার জন্য কতকগুল গাইয়ে পাঠাতে ভুলো না।

গা-ওস্তাদ। যা যা আবশ্যক, সব পাবেন।

জুর্দ্যাঁ। বিশেষ যেন নাচটা খুব খাসা হয়।

গা-ওস্তাদ। তা দেখে আপনি খুসি হবেন! আর তাতে থ্যাম্‌টাও থাক্‌বে।

জুর্দ্যাঁ। আ! থ্যামটাই আমার খাস্ চীজ, আর এই নাচ আমি একবার নেচে তোমাদের দেখাতে চাই। এসো ওস্তাদ্‌জি।

না-ওস্তাদ। আজ্ঞা হুজুর একটা টুপি মাথায় দিন। (জুর্দ্যাঁ, পেয়াদার নিকট হইতে একটা টুপি লইয়া, তাঁহার

কান ঢাকা রাতপোরে টুপির উপর পরিধান, ওস্তাদ গান গাইতে গাইতে তাঁহাকে নাচাইতে লাগিলেন) তা না না না না না, না না না না না না; তা না না না না না না না না না না না। তালে তালে হুজুর। তা না না না না না। ডান পা, তা না না না না না। কাঁধ অত নড়াবেন না। তা না না না না না। তা না না না না না না না। হাত দুটো জড়সড় আছে। তা না না না না না। মাথা ওঠান্। পায়ের আঙ্গুলগুল উঁচু করে রাখুন—শরীরটাকে সোজা রাখুন।

জুর্দ্যা। অ্যাঁ? কেমন?

গা-ওস্তাদ। বাহবা! তোফা হয়েছে।

জুর্দ্যা। ভাল কথা! এক জন বেগমকে কি রকম ক'রে সেলাম করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেও। আমার এখনি তা দরকার হবে।

না-ওস্তাদ। এক জন বেগমকে কেমন ক'রে সেলাম করতে হবে?

জুর্দ্যা। হাঁ এক জন বেগম, তাঁর নাম দরিমেন্।

না-ওস্তাদ। আপনার হাত দিন।

জুর্দ্যা। না তুমি করলেই হবে, আমার বেশ মনে থাকবে।

না-ওস্তাদ। যদি খুব মান্য দেখাতে হয়, তা হ'লে পিছু হোটে একবার সেলাম করতে হবে, পরে তাঁর দিকে এগুতে

এগুতে তিনবার সেলাম করতে হবে—আর শেষ বারটা তাঁর হাঁটু পর্য্যন্ত নীচু হয়ে সেলাম করতে হবে।

জুর্দ্যাঁ। আচ্ছা একটুখানি তুমি কর দিকি। (নাচের ওস্তাদ তিনবার সেলাম করিল) বেশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ, গান বাজনার ওস্তাদ্—নাচের ওস্তাদ,

একজন পেয়াদা।

পেয়াদা। হুজুর, তলোয়ার খেলবার ওস্তাদ এসেছে।

জুর্দ্যাঁ। আচ্ছা তাকে আসতে বল, আমাকে তালিম দেবে।

(গান বাজনার ও নাচের ওস্তাদ দ্বয়ের প্রতি) আমার ইচ্ছে তোমরা একবার আমার খেলা দেখো।

তৃতীয় দৃশ্য।

জুদ্দঁ্যা—তলোয়ার খেলাবার ওস্তাদ, গান
বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ, দুটো
তলোয়ার লইয়া এক জন
পেয়াদা।

তল-ওস্তাদ। (দুটো তলোয়ার প্রথমে পেয়াদার নিকট হইতে লইয়া, তার একটা তলোয়ার জুদ্দঁ্যাকে দান করিয়া)— আসুন হুজুর, প্রথমে বন্দেগি। শরীর সোজা করে, বাঁ উরোতের উপর ভর দিয়ে একটু হেলে থাকতে হবে। পা অত ফাক্ না—এক লাইনের উপর দুই পা থাকবে। হাতের কব্জা উরোতের এক লাইনে, তলোয়ারের মুখটা কাঁধের সামনে থাকবে—হাত অত বাড়িয়ে না—বাঁ হাতটা চোখ পর্য্যন্ত উচুতে উঠবে—বাঁ কাধটা আরও চৌকোস ভাবে রাখতে হবে। মাথা সোজা, চোখের দৃষ্টি স্থির। এগোন্। শরীর হেল্‌বেনা -এই বার আসুন, পিছনে একলাফ, এই বার সামাল সামাল (দুই তিন তলোয়ারের ঘা দিয়া সামাল সামাল বলিতে বলিতে)

জুদ্দঁ্যা! অ্যাঁ! কেমন?

গা-ওস্তাদ। বড় চমৎকার!

ত-ওস্তাদ। আপনাকে তো আগেই বলেছি তলোয়ার

খেলায় দুটো জিনিস আছে। সেই দুটো জান্‌লেই সব জানা হয়। ঘা দেওয়া, আর, ঘা না নেওয়া। আর সে দিন আমি প্রমাণের সঙ্গে তা দেখিয়ে দিয়েছি।

জুর্দ্যাঁ। এক জন লোক, যার সাহস নেই, সে তা হ'লে এই রকম ক'রে নিজে না মরে আর একজনকে মেরে ফেল্‌তে পারে?

ত-ওস্তাদ। তার সন্দেহ নেই। আর তার প্রমাণ শুদ্ধু কি আপনি দেখেন নি?

জুর্দ্যাঁ। হাঁ।

ত-ওস্তাদ। তবে দেখুন রাজ্যের মধ্যে আমাদের কত-দূর মান হওয়া উচিত। আর সকল রকম অকেজো বিদ্যের চেয়ে এ বিদ্যে যে কত উঁচু তাও বিবেচনা ক'রে দেখুন। অকেজো বিদ্যে, যেমন নাচ, গান বাজনা—

না-ওস্তাদ। তলোয়ারের ওস্তাদজি, একটু মুখ সামলে কথা কও—নাচের কথা অমন অমান্য ক'রে বোলো না।

গা-ওস্তাদ। এও ভাই তোমাকে বল্‌চি, গান-বাজনার কথা অমন ক'রে বোলো না।

ত-ওস্তাদ। তোমরা তো বড় মজার লোক হে—আমা-দের বিদ্যের সঙ্গে কিনা তোমাদের বিদ্যের তুলনা!

গা-ওস্তাদ। কি মস্ত লোকটাই বল্‌চে রে।

না-ওস্তাদ। বুকে কবচ প'রে কি মজার জানোয়ারই সেজেচে।

ত-ওস্তাদ। ও গো নাচের ওস্তাদের পো, তোমাকে এখনি তুর্কি নাচন নাচিয়ে দেব।

না-ওস্তাদ। ও হে তলোয়ারের ওস্তাদ, তোমার ব্যবসা আমিও তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি।

জুর্দ্যা। (নাচের ওস্তাদের প্রতি) তোমরা কি পাগল হয়েছ না কি?—যে ব্যক্তি প্রমাণ প্রয়োগের সঙ্গে একজন মানুষকে বধ করতে পারে, তার সঙ্গে আবার ঝগড়া?

না-ওস্তাদ। ওর প্রমাণ প্রয়োগ চুলোয় যাক্।

জুর্দ্যা। (নাচের ওস্তাদের প্রতি) চুপ চুপ আস্তে!

ত-ওস্তাদ। কি! অভদ্র কাঁহেকা!

জুর্দ্যা। আমার তলোয়ারের ওস্তাদজি! কি কর কি কর—

না-ওস্তাদ। (ত-ওস্তাদের প্রতি) কি! গাধা কোথা-কারে!

জুর্দ্যা। আমার নাচের ওস্তাদজি কি কর—কি কর।—

ত-ওস্তাদ। তোমাকে একবার যদি পাক্ড়ে ধরি—

জুর্দ্যা। (ত ওস্তাদের প্রতি) আস্তে!

না-ওস্তাদ। তোমার উপর যদি একবার হাত চালাতে আরম্ভ করি—

জুর্দ্যা। (না ওস্তাদের প্রতি) আস্তে আস্তে।

ত-ওস্তাদ। আমি এমন ঠেঙ্গিয়ে দেব—

জুর্দ্যাঁ। (ত-ওস্তাদের প্রতি) তোমার পায়ে পড়ি।

না-ওস্তাদ। আমিও এমন পিটিয়ে দেব—

জুর্দ্যাঁ। (না-ওস্তাদের প্রতি) ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও।

গা-ওস্তাদ। হজুর একটু থামুন—কি রকম ক'রে কথা কইতে হয় আমরা ওকে একবার শিখিয়ে দি।

জুর্দ্যাঁ। (গা-ওস্তাদের প্রতি) কি সর্ব্বনাশ! তোমরা থাম না হে!

চতুর্থ দৃশ্য।

একজন তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক, জুর্দ্যাঁ, গান বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ, তলোয়ারের ওস্তাদ, একজন পেয়াদা।

জুর্দ্যাঁ। এই যে! পণ্ডিত মহাশয়, ঠিক সময়ে আপনি তত্ত্ববিদ্যা নিয়ে এসেছেন—এই ব্যক্তিদের মধ্যে ঝগড়াটা থামিয়ে দিন দেখি।

তত্ত্বজ্ঞানী। মহাশয়েরদের মধ্যে কি হচ্চে? ব্যাপারটা কি?

জুর্দ্যাঁ। কার ব্যবসায় সকলের চেয়ে ভাল এই নিয়ে

ওঁদের মধ্যে রাগারাগি হয়েছে, এমন কি গালাগালি পর্য্যন্ত হয়েছে। হাতাহাতি হবারও উপক্রম হয়েছিল।

তত্ত্বজ্ঞানী। কি মহাশয়রা! ক্রোধে কি এ প্রকার বিচলিত হতে হয়? সেনেকা ক্রোধের বিষয় যে প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তা কি আপনারা পড়েন নি? এই ক্রোধ রিপু অপেক্ষা জঘন্য ও নীচ আর কি কিছু আছে? ক্রোধেতেই কি মনুষ্য পশুবৎ ভীষণ হয় না?

না-ওস্তাদ। কি, মশায়! আমাদের নাচ ও গান-বাজনার পেষাকে তাচ্ছিল্য করে আমাদের দুজনকে ও ব্যক্তি গালাগালি দিতে আস্‌বে!

তত্ত্বজ্ঞানী। যে ব্যক্তি বিজ্ঞ, তিনি অন্যের কটুকাটব্যে বিচলিত হন না—মিতব্যবহার ও সহিষ্ণুতা সেই সকল কটু কাটব্যের একমাত্র উত্তর।

ত-ওস্তাদ। ওদের আস্পর্দ্ধা দেখেছেন মহাশয়—আমার পেষার সঙ্গে কিনা ওদের পেষার তুলনা!

তত্ত্বজ্ঞানী। তাতে কি আপনার বিচলিত হওয়া উচিত? বৃথা গর্ব্ব নিয়ে মানুষদের মধ্যে কলহ হওয়াটা উচিত নয়! আর বিজ্ঞতা ও ধর্ম্ম নিয়েই অন্যদের সহিত আমাদের যা প্রভেদ।

না-ওস্তাদ। আমি ওকে এই বল্‌ছিলুম যে নৃত্য বিদ্যা যেমন সরেস এমন আর কিছুই না!

গা-ওস্তাদ। আর আমি বল্‌ছিলেম যে শত শত বৎসর

থেকে গান বাজনার যে রকম আদর হয়ে আস্‌চে এমন আর কিছুরই না।

ত-ওস্তাদ। আর আমি ওদের দুজনকেই বল্‌ছিলেম যে অস্ত্র বিদ্যা সকল বিদ্যা অপেক্ষাই ভাল ও কেজো।

তত্ত্বজ্ঞানী। তবে তত্ত্ববিদ্যার কি হবে? তোমাদের তিন জনেরই এত দূর স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার যে, যে সকল জিনিস্‌কে আমি শিল্প বলতেও রাজি নই, সেই নাচ গান বাজনা ও পালোয়ানির নীচ কাজকে কি না আমার সম্মুখে অনায়াসে বিদ্যা ব'লে পরিচয় দিলে?

ত-ওস্তাদ। যাও যাও, পণ্ডিত কোথাকারে!

গা-ওস্তাদ। যাও যাও বিদ্যে-ফলানে ভিক্ষুক ভট্টাচার্য্য কোথাকার!

না-ওস্তাদ। দূর হ নির্ব্বোধ টুলো পণ্ডিত।

তত্ত্বজ্ঞানী। কি! পাজি বেটারা—

(পণ্ডিত তাহাদের তিন জনের উপর পড়িয়া কিল মারিতে আরম্ভ)

জুর্দ্যাঁ। পণ্ডিত মহাশয়!

তত্ত্বজ্ঞানী। পাজি, নচ্ছার, হতভাগা!

জুর্দ্যাঁ। পণ্ডিত মহাশয়!

ওস্তাদ। গাদা ছুঁচো—

জুর্দ্যাঁ। ও গো ওস্তাদজিরা!

তত্ত্বজ্ঞানী। নির্লজ্জ!

জুর্দ্যা। পণ্ডিত মহাশয়!

না-ওস্তাদ। গর্দ্দভ কোথাকারে!

জুর্দ্যা। ওগো তোমরা কর কি!

তত্ত্বজ্ঞানী। পাজি ব্যাটারা!

জুর্দ্যা। পণ্ডিত মহাশয়!

গা-ওস্তাদ। অসভ্য কোথাকারে!

জুর্দ্যা। ও গো ওস্তাদজিরা!

তত্ত্বজ্ঞানী। চোর, বাটপাড়, জুয়াচোর নচ্ছার!

জুর্দ্যা। ও পণ্ডিত মহাশয়! ও ওস্তাদ্জিরা! ও পণ্ডিত মহাশয়! ও ওস্তাদ্জিরা! ও পণ্ডিত মহাশয়!

(মারামারি করিতে করিতে সকলে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

জুর্দ্যা। এক জন পেয়াদা।

জুর্দ্যা। যত খুশি তোমরা মারামারি কর আমি তো আর পারি নে, আর তোমাদের ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে কি আমার পোষাক নষ্ট করব? আর, আমি এমন পাগল নই যে ওদের মধ্যে ঢুকে আমিও দুই চার ঘা খাই!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক, জুর্দ্যাঁ, এক জন পেয়াদা।

ত-শিক্ষক। (গলাবন্দ ঠিক্ ঠাক করিয়া) এইবার পাঠ আরম্ভ করা যাক্।

জুর্দ্যাঁ। আ, মশায় আপনি যে মার খেয়েছেন, তার জন্য আমি বড় দুঃখিত হয়েছি।

ত-শিক্ষক। সে কিছুই নয়। এক জন তত্ত্বজ্ঞানী ওসব অনায়াসে সহ্য করতে পারেন! আর তাঁদের নামে জুবিনালের ছাঁদে উপহাস ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখতে যাচ্চি, তাতে তারা খুব জব্দ হবে। ওকথা থাক্—আপনি কি শিখ্‌তে ইচ্ছা করেন?

জুর্দ্যাঁ। যা আমি শিখ্‌তে পারব। কারণ, পণ্ডিত হতে আমার ভয়ানক ইচ্ছে। আর ছোট ব্যালায় বাপ-মারা আমাকে ভাল ক'রে বিদ্যা শিক্ষা দেননি বোলে আমার এমন রাগ ধরে!

ত-শিক্ষক। হাঁ একথাটা মনে হওয়া যুক্তিসঙ্গত বটে; "বিদ্যাভাবাৎ জীবনং মৃত্যুসদৃশং" এ শ্লোকটা আপনি বুঝ্‌তে পেরেছেন, সংস্কৃত অবশ্য আপনি জানেন?

জুর্দ্যাঁ। আচ্ছা, মনে করুন যেন আমি জানিনে। ওর মানে কি আমাকে বলুন।

ত-শিক্ষক। অস্যার্থ এই—বিদ্যার অভাবে জীবন মৃত্যু-বৎ হয়।

জুর্দ্যাঁ। এই সংস্কৃতটাতে খুব জ্ঞানের কথা আছে।

ত-শিক্ষক। বিদ্যার মূলতত্ত্ব কি আপনার কিছু জানা আছে?

জুর্দ্যাঁ। হ্যাঁ আছে বৈ কি। আমি লিখ্‌তে পড়্‌তে জানি।

ত-শিক্ষক। তবে কিসের থেকে আরম্ভ করা আপনার ইচ্ছে?—ন্যায় শাস্ত্র শিখ্‌তে কি ইচ্ছে করেন?

জুর্দ্যাঁ। এই ন্যায়শাস্ত্র জিনিস টা কি?

ত-শিক্ষক। যে বিদ্যা মনের তিন প্রকার কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়।

জুর্দ্যাঁ। কি এই তিন প্রকার কার্য্য?

ত-শিক্ষক। সে হচ্চে প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয়। প্রথম হচ্চে, সার্ব্বভৌমিক পদার্থ সংখ্যার দ্বারা ভাল করে বিচার করা—তৃতীয় কতকগুলি সংকেত দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যেমন—বার্ব্বারা সেলাবেণ্ট, ডারি, ফেরিও, বাবালিপ্‌টন্ ইত্যাদি।

জুর্দ্যাঁ। কি বিশ্রী কটমটে কথাগুল। ও সব আমার পোষাবে না। ও ছাড়া আর কোন ভাল জিনিস শেখা যাক্।

ত-শিক্ষক। ধর্ম্মনীতি কি শিখবেন?

জুর্দ্যাঁ। ধর্ম্মনীতি?

ত-শিক্ষক। হাঁ।

জুর্দ্দ্যাঁ। এই ধর্ম্মনীতিটা বলে কি?

ত-শিক্ষক। ধর্ম্মনীতি সুখের বিষয় ব্যাখ্যা করে, মনুষ্য-দের রিপু দমন করতে শিক্ষা দেয় আর—

জুর্দ্দ্যাঁ। না না ও থাক্। আমার মেজাজটা বড় গরম। ধর্ম্মনীতি হোক্ আর অধর্ম্ম নীতিই হোক, আমার রাগতে ইচ্ছে হলে, খুব রাগ্তে ভাল বাসি।

ত-শিক্ষক। ভৌতিক বিদ্যা কি তবে আপনি শিখ্তে চান?

জুর্দ্দ্যাঁ। এই ভৌতিক বিদ্যাটা বলে কি?

ত-শিক্ষক। ভৌতিক বিদ্যা প্রাকৃতিক পদার্থের মূলতত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করে; পঞ্চভূত, ধাতব পদার্থ খনিজ পদার্থ, প্রস্তর উদ্ভিদ ও জন্তুদের প্রকৃতি বর্ণনা করে, এবং উল্কা, ইন্দ্রধনু, আলেয়া ধূমকেতু, বিদ্যুৎ, বজ্রবৃষ্টি তুষার বায়ু ও ঘূর্ণাবায়ু সকলের কারণ নির্ণয় করে।

জুর্দ্দ্যাঁ। ওর ভিতর ভারি গোলমেলে কেত্তন—অনেক হ্যাঙ্গাম।

ত-শিক্ষক। তবে আপনাকে কি শেখাব বলুন?

জুর্দ্দ্যাঁ। আমাকে বানান শেখান।

ত-শিক্ষক। আচ্ছা বেশ।

জুর্দ্দ্যাঁ। তার পরে, আমাকে পাঁজি দেখ্তে শেখাতে হবে, কারণ কখন্ চাঁদ ওঠে আর কখন্ চাঁদ ওঠে না আমার সব জান্তে হবে।

ত-শিক্ষক। আচ্ছা তাই হোক্। আপনি যা ইচ্ছা কচ্চেন তা শেখাবার জন্য বর্ণের তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে। তা হলে পদার্থ সকলের শৃঙ্খলা অনুসারে, বর্ণের প্রকৃতি এবং সেই সকল বর্ণের উচ্চারণপদ্ধতি শিক্ষা প্রথম আরম্ভ করতে হবে। আর সে বিষয়ে আপনাকে এই বল্‌তে চাই যে, বর্ণ-সকল স্বর বর্ণে বিভক্ত—কারণ তাহারা কণ্ঠস্বর প্রকাশ করে ; এবং ব্যঞ্জন বর্ণে বিভক্ত, কারণ তাহারা স্বর বর্ণের সহযোগে উচ্চারিত হয়—এবং কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন উচ্চারণ সূচনা করে। স্বরবর্ণ সবশুদ্ধ পাঁচটিঃ—আ, এ, ই, ও, উ।

জুর্দ্যাঁ। ও সব আমি বুঝি।

ত শিক্ষক। মুখ খুব হাঁ ক'রে আ বর্ণটি উচ্চারণ হয়। আ।

জুর্দ্যাঁ। আ—আ—হাঁ।

ত-শিক্ষক। চোয়াল নিচের থেকে উপরে আস্তে আস্তে নিয়ে এলে এ স্বরবর্ণ উচ্চারণ করা যায় ; আ—এ।

জুর্দ্যাঁ। আ—এ ; আ—এ। ঠিক্। বাঃ! কি চমৎকার!

ত-শিক্ষক। দুটো চোয়াল আরও কাছাকাছি আন্‌লে আর কানের দিকে মুখের দুই কোন্ বিস্তৃত করলে স্বরবর্ণ ই পাওয়া যায়।

জুর্দ্যাঁ। আ—এ—ই—ই, ই ই। এ কথা ঠিক্। বিদ্যাকে বলিহারি!

ত-শিক্ষক। চোয়াল দুটো খুলে ঠোঁটের দুই কোন কাছাকাছি আন্‌লে স্বরবর্ণ ও পাওয়া যায়—ও।

জুর্দ্যাঁ। ও, খুব ঠিক্, আ, এ, ই, ও, ই, ও। বড় চমৎকার! ই, ও, ই, ও।

ত-শিক্ষক। ও (O) যেমন গোলাকার, ও উচ্চারণ কর-বার সময়ে ঠোঁটের ফাঁক্ একটি ছোট গোল হয়ে ওঠে।

জুর্দ্যাঁ। ও, ও, ও, ঠিক্ বলেছে। আহা! সব বিষয়ে কিছু জানা-শুনো থাকা বড় ভাল।

ত শিক্ষক। দুই পাটি দাঁত একেবারে যোগ না করে কাছাকাছি এনে আর বাহিরের দিকে ঠোঁট্ দুটো লম্বা ক'রে দিলে, উ বর্ণটি উচ্চারণ হয়। উ।

জুর্দ্যাঁ। উ, উ। ওর চেয়ে আর সত্যি কিছু হতে পারে না। উ।

ত-শিক্ষক। যেন ভেংচোচ্চো, এই রকম ভাবে ঠোঁট দুটো লম্বা করতে হয়। এ থেকে এই পাওয়া যাচ্চে, যখন আপনার কাউকে ভেংচোবার দরকার হবে, তখন তাকে উ বল্লেই হবে।

জুর্দ্যাঁ। উ, উ, তা ঠিক্ কথা। আঃ এসব জান্‌বার জন্য কেন আরও আগে শিখ্‌তে আরম্ভ করি নি!

ত-শিক্ষক। কাল ব্যঞ্জন বর্ণের বিষয় দেখা যাবে।

জুর্দ্যাঁ। সে সবগুলও কি এই রকম মজার?

ত শিক্ষক। তার সন্দেহ নেই। তার দৃষ্টান্ত ড। উপরের

পাটি দাঁতের উপরে জীবের আগা দিলে এই ড বর্ণ উচ্চারণ হয়। ড।

জুর্দ্যা। ড, ড, হাঁ, বা বাঃ বেশ জিনিস! বেশ জিনিস্।

ত-শিক্ষক। নীচের ঠোঁটের উপর উপরের দাঁত সকল ভর দিলে ফ এই ব্যঞ্জন বর্ণ টি পাওয়া যায়। ফ।

জুর্দ্যা। ফ, ফ। ঠিক কথা। আঃ! মা বাপ্! তোমাদের উপর কি রাগই ধর্‌চে।

ত-শিক্ষক। আর, জিবের আগা তালু পর্য্যন্ত নিয়ে গেলে র এই বর্ণ টা পাওয়া যায়।

জুর্দ্যা। র—র-র-র। ঠিক্ কথা! আহা আপনি কি বিদ্বান্, আর আমি যে কতটা সময় হারিয়েছি তার ঠিক নেই। র—র—র—র।

ত-শিক্ষক। এই সব চীজ ভাল ক'রে আপনাকে শিখিয়ে দেব।

জুর্দ্যা। আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে। একটি গোপনীয় কথা বিশ্বাস করে আপনার কাছে বল্‌চি। এক জন বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছে। আমি তাঁর শ্রীচরণে একটি প্রেম লিপি পাঠাতে চাই। আপনি যদি সেই চিঠি লিখতে আমাকে সাহায্য করেন।

ত-শিক্ষক। আচ্ছা বেশ।

জুর্দ্যা। তাহলে রসিক লোকের মত কাজ করা হয় না?

ত-শিক্ষক। তা সত্য। আপনি কি তাঁকে পদ্য লিখ্‌তে ইচ্ছে করেন?

জুর্দ্যাঁ। না না—পদ্য না।

ত-শিক্ষক। তবে কি খালি গদ্য?

জুর্দ্যাঁ। না আমি গদ্যও লিখ্‌তে চাইনে, পদ্যও লিখ্‌তে চাইনে।

ত-শিক্ষক। হয় পদ্য হবে, নয় গদ্য হবে; এদুটোর একটাও হবে না তাতো আর হতে পারে না।

জুর্দ্যাঁ। কেন?

ত-শিক্ষক। মশায় তার কারণ হচ্চে এই যে, ভাব প্রকাশ করতে গেলে হয় পদ্যে নয় গদ্যে প্রকাশ করতে হয়।

জুর্দ্যাঁ। গদ্য আর পদ্য ছাড়া কি তবে আর কিছু নেই?

ত-শিক্ষক। না মশায়। যা গদ্য নয় তাই পদ্য, আর যা পদ্য নয় তাই গদ্য।

জুর্দ্যাঁ। যখন আমরা কথা কই, তখন সেটা কি?

ত-শিক্ষক। গদ্য।

জুর্দ্যাঁ। কি! যখন আমি বলি, "নিকোল, আমার চটি জুতো নিয়ে এসো, আর আমার রাত্রে পরবার টুপিটা দেও" এটা কি গদ্য হল?

ত-শিক্ষক। হাঁ মশায়।

জুর্দ্যাঁ। মাইরি, আমি চল্লিস বৎসরেরও বেশি গদ্য

বোলে আসচি অথচ গদ্য যে কি জিনিস তা আমি কিছুই জানি নে; আর, আপনি আমাকে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়াতে আপনার কাছে আমি বড়ই বাধিত আছি। আমি তবে একটি পত্রে তাকে এই লিখতে চাই, "সুন্দরি বেগম, তোমার সুন্দর চোখ্ দেখে, আমি প্রেমে মরে যাচ্চি," এই কথাগুলি আর একটু রসালো ভাবে লিখতে চাই, এই কথাগুল একটু ভাল রকমে বসাতে চাই।

ত-শিক্ষক। এই কথা লিখুন যে তাঁহার নয়নানলে আপনার হৃদয় ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, আর তার জন্য রাত্রি দিন আপনার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্চে।

জুর্দ্যাঁ। না না না—ও সব আমি চাইনে, আমি যে কথা আগে তোমাকে বলেছি আমি কেবল তাই লিখতে চাই,—"সুন্দরী বেগম, আমি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে ম'রে যাচ্চি।"

ত-শিক্ষক। ঐ কথাটা তো একটু বাড়িয়ে বলা চাই।

জুর্দ্যাঁ। না না! আমি ঐ কথাগুলই চিঠিতে লিখতে চাই, কেবল একটু ভাল করে গুচিয়ে বলতে হবে। আচ্ছা দেখা যাক্, তুমি একটু বল দেখি ঐ কথাগুল কত রকম ক'রে বলা যেতে পারে।

শিক্ষক। আপনি যে রকম বলছিলেন, প্রথমতঃ তো সেই রকম করে বলা যেতে পারে "সুন্দরী বেগম, আমি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে ম'রে যাচ্চি।"

কিম্বা "প্রেমে ম'রে যাচ্চি সুন্দরী বেগম তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি" কিম্বা "তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে, সুন্দরী বেগম, ম'রে যাচ্চি"—কিম্বা "মরে যাচ্চি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি, প্রেমে।

জুর্দ্যাঁ। কিন্তু এই সকলের মধ্যে কোনটা সকলের চেয়ে ভাল ?

ত-শিক্ষক। আপনি যেটা বলেছিলেন ; সুন্দরী বেগম, তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি আমি প্রেমে ম'রে যাচ্চি।"

জুর্দ্যাঁ। তবুও দেখ আমি কখন লিখতে পড়তে চেষ্টা করিনি। প্রথম চোটেই কেমন এটা আমার বেরিয়ে গেছে। আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ, আর আমার এই অনুরোধ কালও আপনি সকাল সকাল আসবেন।

ত-শিক্ষক। তার ব্যত্যয় হবে না।

সপ্তম দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ। একজন পেয়াদা।

জুর্দ্যাঁ। (পেয়াদার প্রতি) কি! আমার পোষাক এখনও আসিনি ?

পেয়াদা। না, হুজুর।

জুর্দ্যা। আজ আমার কত কাজ আজ আর কিনা লক্ষ্মী-ছাড়া দর্জিটা আমাকে সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে। আমার ভারি রাগ ধরচে। দর্জিটা জাহান্নমে যাক্—চুলোয় যাক। পাজি দর্জি লক্ষ্মীছাড়া দর্জি-হতভাগা দর্জি-ছুঁচো দর্জি! হারামজাদাকে যদি এখন একবার পাই—

অষ্টম দৃশ্য।

জুর্দ্যা। একজন কর্ত্তা দর্জি, তার একজন চাকর দর্জি, জুর্দ্যার পোষাক হস্তে করিয়া একজন পেয়দা।

জুর্দ্যা। আঃ এই যে! আমি আর একটু হলেই তোমার উপর রাগ কচ্ছিলুম।

দর্জি। আমি এর চেয়ে আর শীঘ্‌ঘির আসতে পারলেম না, আপনার এই পোষাক তৈরি করতে আমার ২০ জন ছোগরা লাগিয়েছিলেম।

জুর্দ্যা। তুমি যে রেশমের মোজা পাঠিয়ে দিয়েছিলে তা এত ছোট যে তা আমার পরতে ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল, আর এর মধ্যেই তার দুটো সেলাই খুলে গেছে।

দর্জি। কেন, যত টানবেন ততই তো বাড়ান যায়।

জুর্দাঁ। হাঁ ক্রমাগত যদি সেলাইগুল খুলে যায় তাহলে বটে! আর তুমি আমার যে জুতো তৈরি করিয়ে দিয়েছ সেও এমনি কষা যে ভয়ানক পায়ে লাগে।

দর্জি। না মশায় আদপে লাগে না।

জুর্দাঁ। কি! আদপে লাগে না?

দর্জি। না মহাশয় আপনার পায়ে লাগে না।

জুর্দাঁ। আমি বলচি আমার লাগে।

দর্জি। সে আপনার কল্পনা।

জুর্দাঁ। আমার লাগচে বলেই কল্পনা কচ্চি।

দর্জি। দেখুন সমস্ত রাজবাড়িতেও এমন সরেশ মানানসই পোষাকের সুট নেই। কাল রং না হয়েও যে এমন ভদ্র রকম কাপড় হতে পারে সে কেবল কারিগরের বাহাদুরি। আর আমি বাজি রাখতে পারি, খুব ভাল ভাল কারিগরেরা দশবার চেষ্টা ক'রে এই রকম পোষাক তৈরি করতে পারে না।

জুর্দাঁ। এ আবার কি? ফুলগুল সব নীচের দিকে মুখ ক'রে রেখেচ দেখচি।

দর্জি। আপনি তো আমাকে বলেন নি যে উপর দিকে মুখ ক'রে রাখতে হবে।

জুর্দাঁ। তা কি আবার বলতে হবে?

দর্জি। বলতে হবে বৈ কি। কেন না, বড় লোকরা সবাই এই রকম প'রে থাকেন।

জুর্দ্যাঁ। বড় লোকেরা এই রকম উল্‌টে ক'রে ফুল পরেন ?

দর্জি। হাঁ মশাই।

জুর্দ্যাঁ। ওঃ তবে এ বেশ হয়েছে ?

দর্জি। আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে উপর দিকে মুখ করে দিতে পারি।

জুর্দ্যাঁ। না—না।

দর্জি। আপনি বোল্লেই করে দিতে পারি।

জুর্দ্যাঁ। না না তা করতে হবে না। যা করেছ বেশ করেছ। তোমার মনে হয় কি ? আমার গায়ে বেশ লাগবে তো ?

দর্জি। বলেন কি! একজন ছবিওয়ালাও তুলি দিয়ে এমন ফিট ক'রে পোষাক আঁকতে পারে না। আমার কারখানায় একটি ছোগরা কারিগর আছে তার মত রিন্‌গ্রেব কেউ করতে পারে না—তার ও বিষয়ে ভারি জেহেন্। আর একটি ছোগরা আছে তার মত ডবলেট কেউ বানাতে পারে না—সে বিষয়ে সে অদ্বিতীয়।

জুর্দ্যাঁ। পরচুলো ও পালকগুল কি দস্তুর মত হয়েছে ?

দর্জি। সব ঠিক হয়েছে।

জুর্দ্যাঁ। (দর্জির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আহা! আহা! দর্জি সাহেব, শেষ বারে তুমি আমাকে যে কাপড়ের কোর্ত্তা

করে দিয়েছিলে, তোমার গায়েও দেখচি সেই কাপড়! আমি বেশ চিন্‌তে পাচ্চি।

দর্জ্জি। ঐ কাপড়টা আমার এত ভাল লেগেছিল, যে আমার নিজের জন্য ঐ কাপড়ের একস্যুট তৈরি করেছি।

জুর্দ্যাঁ। কিন্তু আমার কাপড় থেকে তৈরি করাটা তোমার উচিত হয় নি।

দর্জ্জি। কোর্ত্তাটা কি পরে দেখবেন?

জুর্দ্যাঁ। হাঁ আমাকে দাও।

দর্জ্জি। একটু সবুর করুন। ও রকম করে পরা দস্তুর না। তালে তালে কাপড় পরাতে হবে ব'লে আমি সঙ্গে করে লোক এনেছি—এসব পোষাক ঘটা করে পরাতে হয়। ওহে! তোমরা এসো সবাই।

নবম দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ, হেড দর্জ্জি, কারিগর দর্জ্জি,

এক জন পেয়াদা।

হেড দর্জ্জি। (কারিগরদিগের প্রতি) বড় লোকদের যে রকম করে পোষাক পরাতে হয় সেই রকম করে ওঁকে পোষাক পরিয়ে দাও।

নৃত্যকারীগণের প্রবেশ। (চারি জন কারিগর দর্জ্জি নাচিতে নাচিতে জুর্দ্যাঁর নিকট আগমন—তাহাদিগের

মধ্যে দুজন তাঁর কুস্তি করিবার পায়জামা খুলিয়া ফেলিল—আর দুইজন ফতুয়া খুলিয়া লইল, তার পর নাচিতে নাচিতে তাহার নতুন পোষাক পরাইয়া দিল, জুর্দা তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার পোষাক তাহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে তাহা ঠিক্ মানান্-সই হইয়াছে কি না)।

কারিগর দর্জি। নবাব সাহেব, এই কারিগরদের সরাপ খেতে অনুগ্রহ করে কিছু দিন।

জুর্দা। আমাকে কি বোলে ডাক্‌লে ?

কারিগর দর্জি। নবাব সাহেব।

জু। নবাব সাহেব, বা! দেখ, বড় লোকদের মত পোষাক পরলে কি হয়! সামান্য লোকের মত যদি চিরকাল কাপড় পরে থাকা যায়, তাহলে একবারও কেউ পোঁছে না। নবাব সাহেব। (কিছু টাকা দিয়া) এই নেও, নবাব সাহেব বলবার দরুণ এই দিলুম।

কারিগর। জাঁহাপনা!

জু। ও! ও! জাঁহাপনা! তুমি একটু দাঁড়াও হে; জাঁহাপনা বলবার দরুণ কিছু বকসিস পাওয়া উচিত—জাঁহাপনা বড় কম কথা নয়! এই নেও জাঁহাপনা তোমাকে এই দিলেন।

কারিগর। জাঁহাপনা হুজুরালিকে খোদা সেলামৎ রাখুন এই উদ্দেশে আমরা সকলে মিলে সরাপ খাব।

জু। হজুরালী! ও! ও! ও! সবুর কর; তোমরা চলে যেও না। আমাকে হজুরালী! (মৃতুস্বরে জনান্তিকে) মাইরি, যদি বাদশা পর্য্যন্ত ওঠে, তাহলে তো আমি থোলে ঝাড়া হয়ে পড়বো। (উচ্চস্বরে) হজুরালীর জন্য এই বক্‌সিস্।

কারিগর। হজুরালীর কি দরাজ হাত—আমরা সবাই সেলাম ক'রে চল্লুম।

জু। যাচ্চে বেশ কচ্চে—আর একটু হলেই আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলতেম।

দশম দৃশ্য।

নৃত্যকারীগণের দ্বিতীয়বার প্রবেশ।

চারি জন কারিগর নাচিতে নাচিতে জুর্দ্যার জয় জয়-কার করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ, দুই জন পেয়াদা।

জু। তোমরা আমার সঙ্গে এসো, আমার এই পোষাক সমস্ত সহরময় একবার দেখিয়ে আসি। আর, তোমরা ঠিক্ আমার পিছনে পিছনে থেকো, তাহলে লোকে বুঝ্‌তে পারবে যে তোমরা আমারই পেয়াদা।

পেয়াদা। যে আজ্ঞা হুজুর।

জু। আমার দাসী নিকোলকে ডেকে দাও তো হে—তাকে কতকগুল হুকুম দিতে হবে। আর যেতে হবে না; ঐ এসেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ, নিকোল, দুই পেয়াদা।

জু। নিকোল!

নিকোল। আজ্ঞে?

জু। শোনো।

নি। (হাসিতে হাসিতে)—হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আরে হাস্‌চিস্ কেন ?

নি। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আরে মর্ মাগি ও রকম কচ্চে কেন ?

নি। হি, হি, হি, কেমন মজার সাজ হয়েচে। হি, হি,হি।

জু। কেন, কি রকম হয়েছে ?

নি। ওমা! আমি যাব কোথা! হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আ মর্ মাগি, তুই আমাকে নিয়ে তামাসা কচ্চিস্ ?

নি। না মশাই, তা কি করতে পারি। হি, হি. হি, হি, হি, হি।

জু। দেখ্, ফের যদি হাস্‌বি, তো কিলিয়ে তোর নাক ভেঙ্গে দেব।

নি। মশাই আমি হাসি রাখ্‌তে পাচ্চিনে। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। তুই থাম্‌বি নে ?

নি। মশাই আমাকে মাপ কর ; কিন্তু মশাই তোমাকে এমন মজার দেখ্‌তে হয়েচে, যে না হেসে থাক্‌তে পাচ্চি নে। হি, হি, হি।

জু। দেখ দিকি মাগির আস্পর্দ্ধা !

নি। তোমাকে ভারি মজার দেখ্‌তে হয়েচে। হি হি।

জু। আমি তোকে—

নি। আমাকে মশাই মাপ কর। হি, হি, হি, হি।

জু। দেখ্, তুই ফের যদি হাস্‌বি, তোর গালে এমনি চড় কষিয়ে দেব যে তখন দেখ্‌তে পাবি।

নি। আচ্ছা মশাই,এইবার হয়েচে আর আমি হাস্‌ব না।

জু। দেখিস খবরদার। আজ বিকেল বেলায় ঝাঁট দিতে হবে—

নি। হি, হি।

জু। শোন্ কি বলচি, হলের ঘরটা ভাল ক'রে ঝাঁট দিস্ আর—

নি। হি. হি।

জু। দেখিস্ যেন ভাল করে ঝাঁট দিস্।

নি। হি, হি।

জু। ফের ?

নি। (হাসিতে হাসিতে ভূতলে পড়িয়া) বরং আমাকে মারো মশাই, আমি একবার মন খুলে হেসে নি—আমার দম ফেটে যাচ্চে, একটু আমি হেসে বাঁচি। হি, হি, হি, হি. হি।

জু। আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বল্‌চে।

নি। মশাই, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে একটু হাস্‌তে দেও।

জু। আমি যদি একবার আরম্ভ করি—

নি। মশাই আমি দম্‌ফেটে মর্‌বো যদি না হাস্‌তে পাই, হি, হি, হি।

জু। এমন লক্ষ্মীছাড়া মাগি কেউ কথন কি দেখেচে— আমি কোথায় ওকে হুকুম দিতে এলুম না ওর এতদূর আস্পর্দ্ধা যে আমার হুকুম না শুনে আমার মুখের উপর ও হাস্‌তে আরম্ভ করেচে।

নি। কি করতে হবে মশাই বল।

জু। আজ বিকেলে নিমন্ত্রণ খেতে আমার এখানে লোক আস্‌বে, হারামজাদি তাই বল্‌চি বাড়িটা ঠিকঠাক্ করে রাখ্।

নি। (উঠিয়া) মাইরি, আর আমার হাস্‌তে ইচ্ছে নেই, তোমার কথায় মশাই আমার রাগ ধর্‌চে, যখনি তোমার লোকজন আসে, বাড়ির মধ্যে এমন হুলস্থূল প'ড়ে যায়।

জু। তোর জন্যে আমার বাড়ির দরজা বন্দ ক'রে রাখ্‌তে হবে না কি, অ্যাঁ?

নি। নিদেন মশাই কতক লোকের জন্য বন্দ করা দরকার।

তৃতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁর স্ত্রী, জুর্দ্যাঁ, নিকোল, দুই জন পেয়াদা।

স্ত্রী। ভ্যালা যাহোক! এ আবার কি! এ নতুন সাজ আবার কোথা থেকে পেলে? তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি

সব লোপ হয়েচে না কি? এই রকম সাজ করে বাহিরে বেরোচ্চো? তোমার কি এই ইচ্ছে তোমাকে দেখে সহর শুদ্ধু লোক হাসুক?

জু। এ তুমি বেশ জেনো ঠাকরণ, কতকগুল পাগল আর পাগলী বই আমাকে দেখে আর কেউ হাস্‌বে না।

স্ত্রী। লোকে হাস্‌তে আর বড় বাকি রাখেনি—তোমার রকম সকম দেখে অনেক দিন থেকেই সবাই হাস্‌তে আরম্ভ করেচে।

জু। আচ্ছা বল দেখি ঠাকরণ সবাইটা কে?

স্ত্রী। সবাই যাদের বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, যারা তোমার মত পাগল নয়। যা হোক্ তোমার রকম সকম দেখে আমি অবাক হয়েচি। আমাদের বাড়ি আর চেন্‌বার জো নেই। যে রকম গোলমাল, লোকে শুন্‌লে মনে করতে পারে রোজ রোজ এখানে মোচ্ছব বসে—সকাল থেকে, গাইয়েদের চিৎকারে আর বেহালার কঁ্যাকো শব্দে পাড়ার লোকেরা তিতিবিরক্ত হয়।

নি। ঠাকরণ ঠিক্ বলেছেন। তুমি এই রকম লোক-জন রোজ রোজ আন্‌লে আমি তো আর বাড়ি সাফ্ রাখতে পারি নে তারা পায়ে ক'রে এখানে রাজ্যের কাদা নিয়ে আসে, ঘরের মেঝে রগড়াতে রগড়াতে আমার পা খসে পড়ে।

জু। বা রে বা নিকোল, পাড়াগাঁ থেকে এসে যে খুব মুখ ফুটেচে দেখ্‌চি!

স্ত্রী। নিকোল ঠিক বলচে, তোমার চেয়ে ওর বুদ্ধি আছে—আচ্ছা ভাল বল দেখি, আমি জানতে চাই, তোমার এই বয়েসে নাচের ওস্তাদের দরকার কি?

নি। আর সেই তলোয়ারের ওস্তাদেরই বা দরকারটা কি—সে যখন খট খট্ করে আসে, আমাদের বাড়িটা কেঁপে ওঠে—মেজের টালিগুল ভেঙ্গে যায়।

জু। আমার চাকরাণী, আর আমার স্ত্রী, দুজনেই তোমরা চুপ্ কর।

স্ত্রী। পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই—এই বয়সে কি না তোমার নাচ শিখ্‌তে সখ গেছে!

নি। মশাই তোমার কি কা'কে মেরে ফেল্‌তে ইচ্ছে হয়েছে?

জু। তোমরা চুপ্ কর বলচি, তোমরা দুজনেই মুখ্খু, ও সব লোকের মর্যাদা তোমরা কি বুঝবে?

স্ত্রী। এখন ও-সব রেখে যাতে তোমার মেয়ের বিয়ে হয় তারই ভাবনা ভাবো। তার বিয়ের যুগ্যি বয়েস হয়েচে।

জু। যখন ভাল পাত্র এসে উপস্থিত হবে, তখন আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবা যাবে। এখন যাতে ভাল ভাল চীজ শিখ্‌তে পারি, আমার সেই ভাবনা হয়েচে!

নি। ঠাকরণ আরও আমি শুন্‌লুম নাকি ন্যাকাপড়া শেখবার জন্য একজন ভট্‌চাযি্য পণ্ডিত রেখেচেন, তাহলেই চুড়োন্ত হবে।

জু। সত্যিই তো আমি রেখেছি। আমার একটু বিদ্যে শিখ্‌তে ইচ্ছে আছে, বড় লোকদের সঙ্গে তাহলে আমি নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করতে পারব।

স্ত্রী। তার চেয়ে এই বয়সে পাঠশালায় গিয়ে গুরু-মশায়ের বেত খাও না কেন?

জু। কেনই বা খাব না? ইস্কুলে লোকে যা শেখে আমি যদি তা শিখ্‌তে পাই, তাহলে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা যেন এখনি আমি সকলের সম্মুখে বেত খাই।

নি। হাঁ তাহলে আর কিছু না হোক্, মশাই তোমার পিঠের গড়ন অনেকটা ভাল হয়।

স্ত্রী। গেরস্ত-আলি কাজ করবার জন্য ওসবে তোমার বড় দরকার—না?

জু। তার সন্দেহ নেই। তোমরা দুজনেই জানো-য়ারের মত কথা কচ্চ, তোমাদের মুখ্যুমি দেখে আমার ভারি লজ্জা হয়। (স্ত্রীর প্রতি) তার দৃষ্টান্ত, তুমি এখন যে কথা কোইলে সেটা কি, তা কি তুমি জানো?

স্ত্রী। হাঁ আমি বেশ জানি, আমি যা তোমাকে বল্লুম তা খুব ভাল কথা—আমি বলছিলুম তোমার ধরণ-ধারণ বদ্‌লানো খুব দরকার।

জু। আমি তা বল্‌চি নে—আমি জিজ্ঞেস কচ্চি, তুমি যে কথাগুল কইলে, সে গুলো কি?

স্ত্রী। সে গুলো ভাল কথা—তোমার মত পাগ্‌লামি নয়।

জু। আমি তা বল্‌চি নে। আমি এই জিজ্ঞেস কচ্চি, এখন তোমার সঙ্গে যা কথা কচ্চি, তোমাকে যা বল্‌চি, সেটা কি জিনিস্‌?

স্ত্রী। মাথা আর মুণ্ডু।

জু। না না, তা নয়। যা আমরা দু জনেই এখন বল্‌চি, যে ভাষায় আমরা দু জনে কথা কচ্চি!

স্ত্রী। আঁা?

জু। তাকে কি বলে?

স্ত্রী। যা তোমার ইচ্ছে তাই বল্‌তে পার।

জু। আরে মুখ্‌খু, একে বলে গদ্য।

স্ত্রী। গদ্য?

জু। হাঁ, গদ্য। যা গদ্য, তা পদ্য নয়। আর যা পদ্য তা গদ্য নয়। আঁা হাঁা এখন দ্যাখো বিদ্যে কি জিনিস! (নিকোলের প্রতি) আর তুই, তুই জানিস উ বল্‌তে গেলে কি করতে হয়?

নি। সে কি?

জু। যখন তুই উ বলিস্‌ তখন তুই কি করিস্‌?

নি। কি?

জু। আচ্ছা একবার বল দেখি উ।

নি। আচ্ছা! উ।

জু। এখন কি করলি ?

নি। আমি বল্লুম উ।

জু। হাঁ, কিন্তু যখন উ বলিস্ তখন কি করিস ?

নি। যা তুমি আমাকে করতে বল তাই করি।

জু। আঃ! এই সব জানোয়ারদের বোঝানো বড় ঝকমারি! তুই করিস্ কি শোন্—তুই ঠোঁট দুটো বাহিরের দিকে লম্বা ক'রে দিস্ আর উপরের চোয়াল কাছাকাছি নিয়ে আসিস্; উ, দেখ্‌চিস্? আমি যেন তোকে ভেংচোচ্চিঃ—উ।

নি। বাঃ! বেশ!

স্ত্রী। বাঃ! চমৎকার!

জু। এতেই আশ্চর্য হলে—যদি তুমি দেখ্‌তে ড, ঢ, ড়, ঢ় কি রকম ক'রে উচ্চারণ করতে হয় তা হলে না জানি কি করতে ?

স্ত্রী। ও সব মাথা মুণ্ডু কি বকচ ?

নি। ও রোগ সারে কিসে ?

জু। আঃ! মুখ্যু স্ত্রীলোকদের দেখ্‌লে আমার ভারি রাগ ধরে।

স্ত্রী। যাও যাও, ঐ লোকদের দূর করে তাড়িয়ে দেও।

নি। সেই তলোয়ারের ওস্তাদটাকে আগে। সে ধূলো উড়িয়ে বাড়িটাকে অন্ধকার ক'রে তোলে।

জু। বটে! ঐ ওস্তাদের উপর দেখ্‌চি বড় রাগ—

তোর যে রকম আস্পর্দ্ধা—এখনি তার মজা দেখিয়ে দিচ্চি (দুটো শেখ্‌বার তলোয়ার আনাইয়া, তার মধ্যে একটা নিকোলের হাতে দিয়া) এই দেখ্‌—সাক্ষাৎ প্রমাণের সঙ্গে দেখিয়ে দেব। শরীরের লাইনে। যখন চার ঘার ঘা মারতে হয়, তখন এই রকম করতে হয়, যখন তিনের ঘা মারতে হয় তখন এই রকম করতে হয়—এ জান্‌লে আর কেউ কখন মেরে ফেল্‌তে পারে না। যখন কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তখন যদি জানা যায় যে আমার কিছু হবে না, তা হলে কেমন মজা! আয় তোকে দেখিয়ে দিচ্চি, ঐ তলোয়ার দিয়ে আমাকে মার দিকি।

নি। (জুর্দাঁার গায় দুই চার বার খোঁচা দিয়া) কেমন, হয়েছে?

জু। আরে! আরে! আস্তে! আস্তে! অত জোরে না, আরে মর্ মাগি।

নি। তুমি যে আমাকে খোঁচা দিতে বোল্লে।

জু। হাঁ। কিন্তু তুই চারের ঘা না মারতে মারতেই যে তিনের ঘা মেরে দিয়েচিস্—আর ঘা আট্‌কাবার সময় পর্য্যন্ত আমাকে দিস্‌নি।

স্ত্রী। তুমি নিশ্চয়ই খেপেচ—যে অবধি তুমি বড় লোক-দের সঙ্গে মিশ্‌তে আরম্ভ করেছ, সেই অবধি তোমার মাথায় ঐ সব পাগ্‌লামি ঢুকেচে।

জু। যে অবধি আমি বড় লোকেদের সঙ্গে মিশ্‌তে

আরম্ভ করেছি, সেই অবধি বরং আমার বুদ্ধি খুলেচে—আর, তুমি যেমন সামান্য লোকদের সঙ্গে মেশো, এ তার চেয়ে ঢের ভাল!

স্ত্রী। তা তা বটেই! বড় লোকদের সঙ্গে মেশায় তো ঢের লাভ; সেই নবাবটার সঙ্গে ভাব ক'রে তুমি যে রকম কাজ গুছিয়েছ তা আর—

জু। চুপ; কি বোল্‌চ তুমি একবার ভেবে দেখো—এ তুমি বেশ জেনো স্ত্রী, যার কথা তুমি বল্‌চ—সে কেমন লোক তা তুমি জান না। তুমি জান না যে সে একজন মস্তলোক, একজন রাজ-দরবারের গণ্য মান্য নবাব, আর আমি এখন যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্চি, তিনি তেমনি রাজার সঙ্গে কথা কন। আর অমন বড় লোক প্রায়ই আমার বাড়িতে আসে, আমাকে প্রিয় বন্ধু বোলে তার সমকক্ষ লোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করে—এতে কি আমার খুব নাম বাড়বে না? আর আমার উপর তার এত অনুগ্রহ যে তুমি তা মনেও করতে পার না—আমাকে যখন সে আদর করে তখন আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই।

স্ত্রী। হাঁ, তোমার উপর তার যথেষ্ট অনুগ্রহ, আর তোমাকে খুব আদর করেও বটে—কিন্তু এদিকে তোমার কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে যে তোমার ঘাড় ভাংচে।

জু। অমন বড় লোককে টাকা ধার দেওয়া কি মানের

বিষয় নয়? আর যে নবাব আমাকে প্রিয় বন্ধু বোলে ডাকে তাকে কি একটু টাকা ধার দিতেও পারি নে?

স্ত্রী। আর সেই নবাব তোমার জন্য কি করে?

জু। কি করে? সে যে কি করে তা যদি জান্তে, তাহলে আশ্চর্য্যি হয়ে যেতে।

স্ত্রী। সে কি?

জু। বস্! আমি তা খুলে বল্‌তে চাইনে। এই পর্য্যন্ত তোমাকে বোল্লেই যথেষ্ট হবে, আমি তাকে টাকা ধার দিয়েচি, আর শীঘ্রই সে টাকা শুধে দেবে।

স্ত্রী। বটে। সেই আশায় আছ না কি?

জু। নিশ্চয়ই শুধ্‌বে—সে কি আমাকে সে বিষয় কথা দেয় নি?

স্ত্রী। হাঁ হাঁ শুধবে যত, তা গায়ে রইল।

জু। সে শপথ করে আমাকে বলেচে।

স্ত্রী। শপথ না তার মাথা।

জু। কি সর্ব্বনাশ! স্ত্রী, তুমি ভয়ানক একগুঁয়ে দেখ্‌চি, আমি তোমাকে বল্‌চি সে নিশ্চয়ই তার কথা রাখ্‌বে—আমার বেশ বিশ্বাস আছে।

স্ত্রী। আর আমার বিশ্বাস যে, সে কথা রাখবে না—আর তোমাকে যে সে এত আদর করে সে কেবল তোমাকে ভোলাবার জন্যে।

জু। চুপ চুপ—ঐ আস্‌চে।

স্ত্রী। এইবার সারবে দেখচি—আবার বুঝি কিছু ধার করতে এসেছে, ওকে দেখলে আমার খিদে তেষ্টা উড়ে যায়।

জু। চুপ কর—আমি বলচি।

চতুর্থ দৃশ্য।

নবাব দোরাস্ত, জুর্দ্যাঁ, জুর্দ্যাঁর স্ত্রী, নিকোল দাসী।

দোরাস্ত। আমার প্রিয় বন্ধু জুর্দ্যাঁ বাবু, তুমি কেমন আছ বল দেখি?

জু। আপনার আশীর্ব্বাদে বেশ আছি মশায়।

দো। আর ঠাকরুণ, উনি কেমন আছেন?

স্ত্রী। ঠাকরণ এক রকম আছে।

দো। একি! জুর্দ্যাঁ, তোমাকে আজ ভয়ানক ভদ্র দেখতে হয়েছে!

জু। এই দেখুন।

দো। এই পোষাকে তোমাকে বড় ভাল দেখাচ্চে—রাজ-দরবারে যত যুবারা আসে তাদেরও এত ভাল দেখায় না।

জু। অ্যাঁ অ্যাঁ?

স্ত্রী। (জনান্তিকে) ও লোকটা চুলকোনির জায়গা বুঝে চুলকে দিচ্চে।

দো। আচ্ছা ফেরো দিকি, বাঃ পিছন দিক্‌টাও বড় চমৎকার।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) সামনেও যেমন, পিছনেও তেমন—চোকোশ পাগল।

দো। মাইরি, জুর্দা, আজ তোমাকে দেখ্‌বার জন্য আমি ভারি অধৈর্য্য হয়েছিলুম। পৃথিবী মধ্যে তোমাকে আমি যে রকম শ্রদ্ধা করি এমন আর কাউকে না, আর আজ এই সকাল বালা রাজ-দরবারে তোমার কথা পেড়েছিলুম।

জু। মশায়, আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ (স্ত্রীর প্রতি) কি বলচে শুনেছ, রাজ-দরবারে!

দো। টুপি মাথায় দেও না।

জু। আপনার সামনে টুপি মাথায় রাখাটা বেয়াদবি হয়।

দো। না না না না টুপি পর, আমাদের মধ্যে আবার লৌকিকতা কি?

জু। মশায়—

দো। জুর্দা, আমি বলচি টুপিটা পর, তুমি হচ্চ আমার বন্ধু।

জু। আমি মশায়ের দাস।

দো। তুমি যদি টুপি মাথায় না রাখ, তা হলে আমিও আমার টুপি খুলে ফেলব।

জু। (টুপি পরিয়া) বিরক্ত করা চেয়ে আমি অভদ্র হতেও রাজি আছি।

দো। তুমি তো জানই আমি তোমার ধারি।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) হাঁ, সে খুব জানি।

দো। অনেক সময়ে তুমি আমাকে মুক্ত হস্তে ধার দিয়েছ, আর আমি তার জন্য যে ভারি বাধিত আছি তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি।

জু। মশায় আপনি ঠাট্টা কচ্চেন।

দো। না না, আর ধার আমি শুধ্‌তেও জানি। আর লোকের উপকার কি রকম করে স্বীকার করতে হয় তাও বিলক্ষণ জানি।

জু। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই মশায়।

দো। তোমার ঋণ থেকে এখন আমি মুক্ত হতে ইচ্ছে কচ্চি, আর সেই জন্য হিসেব নিকেশ করতে তোমার এখানে আজ এসেছি।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) স্ত্রী, এখন দেখ, তোমার কত দূর বোঝবার ভুল।

দো। যত শীঘ্র পারি আমি লোকের ধার শুধে ফেল্‌তে ভালবাসি।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) আমি তো তখন তোমাকে বলিছিলুম।

দো। দেখা যাক্ এখন তোমার আমি কত ধারি।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) এই দেখ দিকি তোমার সন্দেহ করাটা কি পাগলামি।

দো। তুমি যত টাকা আমাকে ধার দিয়েছিলে তা কি তোমার বেশ মনে আছে?

জু। হা বোধ হয় মনে আছে। আমি একটি চির-কুটে তা টুকে রেখেছি। এই দেখুন। একবার আপনাকে ২০০ লুই দি।

দো। তা সত্যি

জু। আর একবার ১২০ লুই।

দো। হা।

জু। আর একবার ১৪০ লুই।

দো। ঠিক বলেছ।

জু। এই সব শুদ্ধ ৪৬০ লুই, তার দাম হচ্চে ৫০৬০ পাউণ্ড।

দো। হিসেব খুব ঠিক্। ৫০৬০ পাউণ্ড।

জু। তার পর, ১৮৩২ পাউণ্ড আপনার পালক বিক্রি ওয়ালাকে দেওয়া যায়।

দো। ঠিক্।

জু। ২৭৮০ পাউণ্ড আপনার দর্জ্জিকে দেওয়া যায়।

দো। তা সত্যি।

জু। ৪৩৭৯ পাউণ্ড, ১২ স্থ, ৮ দেনিয়ে আপনার দোকানদারকে দেওয়া যায়।

দো। ভাল। ১২ স্থ, ৮ দেনিয়ে। হিসেব ঠিক আছে।

জু। আর ১৭৪৮ পাউণ্ড, ৭ স্থ, ৪ দেনিয়ে আপনার ঘোড়ার জিন্ বিক্রীওয়ালাকে দেওয়া যায়।

দো। ও সব ঠিক। সব শুদ্ধু কত হল?

জু। সবশুদ্ধু হচ্চে ১৫৮০০ পাউণ্ড।

দো। মোট ঐ ঠিক বটে। ১৫৮০০ পাউণ্ড। আর ২০০ পিস্তোল আমাকে দিয়ে ঐ হিসেবে যোগ ক'রে দেও; তা হলে মোট ঠিক্ হল ১৮০০০ ফ্র্যাঙ্ক, এক দিনেই আমি এই সমস্ত টাকা শুধে ফেলব।

স্ত্রী। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদু স্বরে) এখন দেখ দিকি আমি ঠিক্ আন্দাজ করেছিলুম কি না?

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) চুপ্।

দো। যে টাকার কথা বল্লুম সে টা কি দিতে তোমার অসুবিধা হয়?

জু। আঁা। না।

স্ত্রী। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদু স্বরে) ও লোকটা তোমাকে কামধেনু পেয়েচে।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপ কর।

দো। যদি তোমার অসুবিধে হয় তা হলে বল আমি অন্যত্র চেষ্টা করি।

জু। না, মশায়।

স্ত্রী। (জুদাঁর প্রতি মৃদুস্বরে) তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত না করে ও ক্ষান্ত হচ্চে না।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে)—চুপ কর আমি বল্‌চি।

দো। আমাকে বোল্লেই হয় তোমার অসুবিধে হচ্চে।

জু। না না, মশায়।

স্ত্রী। (জুদাঁর প্রতি মৃদুস্বরে) এ একজন আসল জুয়োচোর।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপ কর বলচি।

স্ত্রী। (জুদাঁর প্রতি মৃদুস্বরে) তোমার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত ও শুষে নেবে।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) তুমি কি চুপ করবে?

দো। এমন অনেক লোক আছে যারা আমাকে আহ্লাদের সহিত টাকা ধার দেবে, কিন্তু তুমি নাকি আমার প্রধান বন্ধু, তাই মনে করলুম যদি অন্য জায়গায় ধার করতে যাই তাহলে তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে।

জু। আমার উপর মশায়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ—এখনি আপনার কাজ নিকেশ ক'রে দিচ্চি।

স্ত্রী। (জুদাঁর প্রতি মৃদুস্বরে) কি! আবার তুমি ওকে ধার দিতে যাচ্চ?

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) কি করা যায়? অমন বড়-লোক, আর যে ব্যক্তি আজ সকালে আমার কথা রাজার কাছে বলেচে তার কথা কি অগ্রাহ্য করতে পারা যায়?

স্ত্রী। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) যাও যাও—তুমি খুব ওর ফাঁদে পড়েছ যা হোক্।

পঞ্চম দৃশ্য।

দোরান্ত, জুর্দ্যার স্ত্রী, নিকোল।

দো। তোমাকে ভারি বিমর্ষ দেখ্চি যে, তোমার হয়েচে কি ঠাকরণ?

জু-স্ত্রী। আমার আর যাই হোক্, আমার মাথা ঠিক আছে।

দো। তোমার মেয়েকে দেখ্চিনে যে, তিনি কোথায়?

জু-স্ত্রী। আমার মেয়ে যেখানে আছে, সেই খানেই আছে।

দো। তাঁর শরীর গতিক কেমন চল্‌চে?

জু-স্ত্রী। দু পায়ের উপর ভর দিয়ে।

দো। রাজার বাড়ি যে নাচ ও প্রহসন হবে তা দেখতে এর মধ্যে কি এক দিন তোমার মেয়েকে নিয়ে যাবে না?

জু স্ত্রী। হাঁ, নিশ্চয়! হাস্‌তে আমাদের ভারি ইচ্ছে আছে—আমাদের ভারি হাস্‌তে ইচ্ছে আছে।

দো। তুমি যেমন সুন্দরী ও রসিকা ছিলে, তাতে বোধ হচ্চে তোমার যৌবন কালে তোমার অনেকগুলি প্রেণয়ী ছিল।

জু-স্ত্রী। ওমা কি হবে! তুমি বল কি? এর মধ্যেই কি তবে আমি বুড়ি হয়ে গিয়েছি—আমার কি শিরঃকম্প উপস্থিত হয়েছে না কি?

দো। ঠাকরুন আমাকে মাপ করবে, তোমার যে অল্প বয়স সেটা আমি ভুলে গিয়েছিলুম—অনেক সময় অন্যমনস্কে আমি কি ভাবতে কি ভাবি—আমার এই অভদ্রতার জন্য মাপ করবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জুর্দাঁ, জুর্দাঁর স্ত্রী, দোরান্ত নিকোল।

জু। (দোরান্তের প্রতি) এই নিন ২০০ লুই।

দো। জুর্দাঁ আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলুচি যে আমি তোমারই, আর রাজ-দরবারে তোমার যাতে কোন উপকার করতে পারি তার জন্য আমি অধৈর্য্য হয়েচি।

জু। আমি আপনার কাছে খুবই বাধিত আছি।

দো। যদি আপনার গিন্নি ঠাকরণ রাজবাড়ির নাটক দেখ্‌তে ইচ্ছে করেন তা হ'লে আমি তাঁর জন্য ভাল ভাল জায়গা ঠিক্ করে রাখি।

জু-স্ত্রী। আমি তার জন্য বাধিত হলুম।

দো। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) আমাদের বেগমও আজ বিকেলে নাচ দেখতে ও আহার কর্‌তে এখানে আস্‌বেন—চিঠিতে তো সে বিষয়ে তোমাকে আগেই খবর দিয়েছিলেম। অনেক বলে কয়ে তাঁকে এই নিমন্ত্রণে আসতে মত করিয়েছি।

জু। আসুন আমরা একটু দূরে যাই, তার কারণ আছে।

দো। আট দিন হল তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। আর তুমি তাঁকে উপহার দেবার জন্য যে হীরেটা আমার হাতে দিয়েছিলে, সে বিষয়ের খবরটা তোমাকে তাই দিতে পারি নি; কিন্তু তাঁর সঙ্কোচ ভাংতে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল—আর এত দিন পরে সবে আজ তিনি ঐ উপহার নিতে সম্মত হয়েচেন।

জু। তাঁর সে জিনিসটা কেমন লাগল ?

দো। ভয়ানক ভাল লেগেচে; আর ঐ হীরেটি যে রকম সুন্দর তাতে তোমার উপরে যে তাঁর খুব টান হবে তা আমার বেশ বোধ হচ্চে।

জু। ভগবান যেন তাই করেন।

জু-স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি) ওলোকটা একবার এলে ছিনে জোঁকের মত ওকে আর ছাড়তে চায় না।

দো। ঐ উপহারের মূল্য কত, আর তোমার ভালবাসা কত দূর, সমস্ত তাকে আমি খুলে বলেছি।

জু। আপনি আমার প্রতি কতই অনুগ্রহ কচ্চেন— আর, আপনার মত বড় লোক আমার জন্য যে এতদূর নীচতা স্বীকার কচ্চেন এই মনে ক'রে আমি ভারি লজ্জিত হচ্চি।

দো। তুমি বল কি? বন্ধুদের মধ্যে কি এসব সঙ্কোচ হওয়া উচিত? আর আমারও যদি একদিন এই রকম সুবিধে উপস্থিত হয়, আমার হয়ে কি তুমিও ঠিক্ তাহলে এই রকম কর না?

জু। ও! নিশ্চয়ই আহ্লাদের সহিত।

জু-স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি) ও লোকটা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমার মনে যেন একটা ভার চেপে থাকে।

দো। বন্ধুর যখন কোন উপকার করতে হয় তখন আমি আর কিছুই মানি নে। যে সুন্দরী বেগমের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, যখন শুনলুম তার উপর তোমার অনুরাগ হয়েছে, তখনই তোমার প্রেমে সাহায্য করতে আমি নিজেই তোমার কাছে অগ্রসর হলুম।

জু। তা সত্যি। আপনার এই সকল অনুগ্রহে আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিচি।

জু স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি) লোকটা কি যাবে না?

নিকোল। দু জনে একত্র হলে ওঁরা বেশ থাকেন।

দো। তাঁর মন ভেজাবার জন্য তুমি বেশ উপায় অবলম্বন করেছ। স্ত্রীলোকদের জন্য খরচ পত্র করলেই, স্ত্রীলোকেরা সন্তুষ্ট হয়; তোমার গান, তোমার ফুলের তোড়া, তোমার আতস বাজি, তোমার হীরে যা উপহার দিয়েছ, এই সকলে যেমন কাজ করেচে, এমন কাজ হাজার মুখের কথাতেও হয় না।

জু। তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করবার জন্যে আমি কি না খরচ করতে পারি। বড় ঘরের স্ত্রীলোকদের আমার বড় রূপসী বলে মনে হয়, আর এই মান কেনবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

জু-স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি চুপি চুপি) দু জনে না জানি এত কি কথাই হচ্চে? যা দিকি নিকোল, আস্তে আস্তে একটু শুনে আয় দিকি।

দো। আজ তুমি মনের সাধে তাঁকে দেখতে পাবে, দেখলে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে।

জু। আরও স্বাধীন থাক্‌বার জন্য একটা ফিকির করেচি—আজ আমার স্ত্রীকে আমার বোনের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে পাঠাচ্চি, সমস্ত বিকেল ব্যালাটা সে সেখানে কাটাবে।

দো। বেশ বুদ্ধির কাজ করেছ। তিনি থাকলে

আমাদের বাধা হত। রাঁধবার জন্য আর নৃত্য-নাট্যের জন্য যা কিছু দরকার আমি সব হুকুম দিয়েচি—এই নৃত্য-নাট্যটা আমার নিজের রচনা—আমার রচনা যে রকম, কাজে যদি ঠিক সেই রকম করতে পারে, তাহলে নিশ্চয় বলতে পারি—

জু। (নিকোল শুনিতেছে জানিতে পারিয়া তাহার গালে এক চপেটাঘাত) আরে মাগি! তুই তো ভারি বজ্জাৎ (দোরান্তের প্রতি) আসুন আমরা এখান থেকে যাই।

সপ্তম দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁর স্ত্রী, নিকোল।

নি। ঠাকরণ, শুনতে গিয়ে আমার বিলক্ষণ হয়েছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওঁদের একটা কি চলেচে। একটা কিসের কথা হচ্চিল তাতে ঠাকরণ তুমি যে থাক, এ তাঁদের ইচ্ছে নয়।

জু-স্ত্রী। দেখ নিকোল আজ বোলে নয় অনেক দিন থেকে আমার স্বামীর উপর সন্দেহ হয়েচে। একটা নিশ্চয় কি প্রেমের ব্যাপার আছে। এ যদি নাহয় তো কি বলিচি—সে ব্যাপারটা কি আমার সন্ধান করে বের করতে হবে। কিন্তু এখন আমার মেয়ের বিষয় ভাবা যাক্। তুই তো

জানিস, ক্লেওন্ত আমার মেয়েকে কতদূর ভাল বাসে। সেই ছেলেটিকে আমার বড় মনে ধরেচে, যদি আমি পারি তো আমার লুসিলকে তাকেই দেব।

নি। ঠাকরণ তোমার যে এরকম মত হয়েচে তাতে আমিও ভয়ানক খুসি হয়েচি, কেন না, মনিবদের যদি তোমার মনে ধরে থাকে, তার চাকরকেও আমার ঠাকরণ মনে ধরেচে। আর আমার এই ইচ্ছে যে তাঁদের বিয়ের সময়, আমাদের বিয়ে হয়ে যায়।

জু স্ত্রী। আমি যা তোকে বল্লুম এখনি তাকে গিয়ে বল্, আর বল্ যেন এখনি সে এখানে আসে, তাহলে যাতে সে লুসিলকে পায়, আমরা দুজনে মিলে আমার স্বামীর কাছে বলব।

নি। ঠাকরণ আমি এখনি যাচ্চি। আমার এতে ভারি আহ্লাদ হচ্চে। এমন মনের মত হুকুম আমি কখন পাই নি।

অষ্টম দৃশ্য।

ক্লেওন্ত, কোবিয়েল, নিকোল।

নি। (ক্লেওন্তের প্রতি) বাঃ ঠিক্ সময়ে দেখা হল, আমি একটা সুখবর নিয়ে এসেছি।

ক্লেওন্ত। দূর হ বিশ্বাস-ঘাতিনী, তোর কথায় আমি ভুলি নে।

নি। তোর এই রকম ব্যবহার—

ক্লে। দূর হ আমি বলচি, আর তোর মনিবকে বলিস্ যে সরল ক্লেওন্ত আর তার কথায় ভোলে না।

নি। এ কি রকম বদল? আমার কোবিয়েল, তুমিই বল দেখি এ সকলের মানে কি?

কো। তোর কোবিয়েল! হতভাগি কোথাকারে। দূর হ এখান থেকে—আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ।

নি। তুইও এই রকম কল্লি——

কো। দূর হ বলচি—তোর কথা শুনতে চাই নে।

নি। (স্বগত) বাঃ! এ দেখচি একই বিছে দুজনকেই কামড়েছে। ঠাকরণকে সব কথা বলিগে যাই।

নবম দৃশ্য।

ক্লেওন্ত্—কোবিয়েল্।

ক্লে। কি! একজন প্রণয়ীর সঙ্গে কি না এই রকম ব্যবহার—আর যে প্রণয়ী সকল চেয়ে বিশ্বাসী ও অনুরক্ত!

কো। আমাদের দুজনের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছে তা অতি ভয়ানক।

ক্লে। এক জনের উপর যত দূর ভাল বাসা, যতদূর অনুরাগ হতে পারে তা আমি প্রকাশ করেছি। তাকে ছাড়া আর আমি কাউকেই ভালবাসি নে—নে বই আমার হৃদয়ে আর কেউ নেই; আমার সমস্ত যত্ন, সমস্ত বাসনা, সমস্ত সুখ তাকে নিয়েই, আমি তাকে ছাড়া কোন কথা কই নে, তাকে ছাড়া কোন ভাবনা ভাবিনে, তাকে ভিন্ন কোন স্বপ্ন দেখিনে—তাকে ছেড়ে নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলি নে, তাতেই আমার হৃদয় বেঁচে আছে—আর এত ভালবাসার কি না শেষ এই উপযুক্ত পুরস্কার! দুদিন তাকে দেখি নি, আর এই দুদিন যেন দুশ বৎসর বলে মনে হচ্চিল—হটাৎ তার সঙ্গে সে দিন দেখা হল; তাকে দেখে আমার হৃদয় উথলে উঠল—আমার মুখে আহ্লাদ ফেটে পড়তে লাগল—আমি মনের আগ্রহে দৌড়ে তার কাছে গেলুম—আর সেই বিশ্বাসঘাতিনী আমার দিকে কি না একবার ফিরেও তাকালে না—যেন জন্মেও আমাকে দেখে নি, এই ভাবে চট্ করে আমার কাছ দিয়ে চলে গেল।

কো। আপনার যে কথা আমারও সেই কথা।

ক্লে। কোবিয়েল, বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ লুসিলের কি আর জুড়ি আছে?

কো। আর সেই, মশায়, সেই হতভাগি নিকোলেরও কি জুড়ি আছে?

ক্লে। এত জ্বলন্ত ত্যাগ-স্বীকার ক'রে, এত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে শেষটা কি না এই হল!

কো। এত সাধ্য সাধনা করে, রান্নাঘরে তার হয়ে কত কাজ করে শেষ কি না এই হল!

ক্লে। তার পদতলে কত না অশ্রু বর্ষণ করেচি!

কো। তার হয়ে পাতকুয়ো থেকে কত কলসি না জল তুলিচি!

ক্লে। নিজেকে যতদূর ভালবাসি তার চেয়ে তার উপর আমার জ্বলন্ত ভালবাসা।

কো। তার হয়ে কতবার গরম হাঁড়ি নাবিয়ে দিয়ে আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি।

ক্লে। এখন আমাকে দেখলে তাচ্ছিল্য করে পালিয়ে যায়।

কো। এখন আমাকে দেখলে নাক সিঁটকে পিছন ফেরে।

ক্লে। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খুব শাস্তি দেওয়া উচিত!

কো। এর জন্য খুব চড় কষিয়ে দেওয়া উচিত।

ক্লে। আমি তোমাকে বল্‌চি, কোবিয়েল,—তার পক্ষ হয়ে আমাকে কখনো অনুরোধ কোরো না।

কো। আমি মশায়? তা কখন কোরব না।

ক্লে। ঐ বিশ্বাস-ঘাতিনীর দোষ কাটিয়ে আমার কাছে কিছু বোলো না।

কো। তার কোন ভয় নেই।

ক্লে। দেখ তোকে বলচি—হাজার যদি তার পক্ষ হয়ে তুই আমার কাছে বলিস্‌ তবুও কিছু হবে না।

কো। তা বলবার জন্য কার এত মাথা ব্যথা ?

ক্লে। আমার এই রাগ কিছুতেই পড়তে দেব না— তার সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখব না।

কো। আমারও তাই মত।

ক্লে। ওর বাড়িতে যে নবাব সাহেব আসে সেই ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েচে—আমি বেশ দেখছি, বড় লোক দেখেই ওর চোখ ঝলসে গেছে। কিন্তু আমাকে ত্যাগ ক'রেছে বোলে ও যে জাঁক করচে তা আমি ওকে করতে দেব না—ও যতদূর করবে আমিও ততদূর করব।

কো। বেশ বলেছেন সব বিষয়েই আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্চে।

ক্লে। দেখ কোবিয়েল, আমার ঘৃণার একটু তুই সাহায্য করিস্‌। আমার ভালবাসা তার জন্য আমাকে যতই কেন বলুক না, যাতে সেই ভালবাসার অনুরোধে আমার প্রতিজ্ঞা টলে না যায়, তার জন্যে আমাকে তুই সাহায্য করিস্‌;—এমন ক'রে তার শরীরের বর্ণনা আমার কাছে কর, যাতে তার উপর আমার ঘৃণা হয়—আর শোন তার উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মাবার জন্য যত কিছু তার দোষ আছে সব খুটিনাটি করে আমার কাছে বল্‌।

কো। তার কথা বল্‌চেন। সে যে রকম কদাকার তার উপর আপনার কি ক'রে যে এত ভালবাসা হল ভেবে পাই নে! তার রূপ অতি সামান্য, ওর চেয়ে হাজার হাজার আপনার যুগ্যি রূপসী আপনি পেতে পারেন। প্রথমতঃ তার চোখ ছোটো।

ক্লে। তা সত্যি, তার চোখ ছোটো বটে, কিন্তু এমন জ্বলজ্বলে, এমন উজ্জ্বল, এমন তীক্ষ্ণ, এমন মর্ম্মভেদী চোখ আমি আর কোথাও দেখিনি।

কো। তার মুখটা বড়।

ক্লে। হাঁ। কিন্তু সে মুখেতে যে রকম সৌন্দর্য্য দেখা যায় সে-রকম সৌন্দর্য্য অন্য কোন মুখে দেখতে পাওয়া যায় না—আর সেই মুখ দেখলে কত যে ভালবাসার উদ্রেক হয় তা বলা যায় না।

কো। তার শরীরটা একটু বেঁটে।

ক্লে। কিন্তু তার গড়ন ভাল।

কো। তার চাল চোল ও কথাবার্ত্তায় কেমন সে একটা খাতির-নদারদ ভাব দেখায়।

ক্লে। তা সত্যি—কিন্তু সে-সবে কেমন একটা লাবণ্য আছে, আর তার ধরণ-ধারণ এমন মিষ্টি, আর কি একটা মোহিনী শক্তি আছে, কেমন চট্‌ ক'রে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে।

কো। আর তার মন—

ক্লে। কোবিয়েল, তার মনটি বড় কোমল।

কো। তার কথা বার্ত্তা—

ক্লে। তার কথা বার্ত্তায় মোহিত হয়ে যেতে হয়।

কো। তার কথাবার্ত্তা বড় গম্ভীর ধরণের।

ক্লে। অত খোলাখুলি আমোদ প্রমোদ কি তোমার ভাল লাগে? যে মেয়েগুল সব কথাতেই খিক্‌খিক্ ক'রে হাসে, সে মেয়েগুলকে কি ভাল লাগে?

কো। কিন্তু তার মত খাম-খেয়ালি লোক আর ভূ-ভারতে নেই।

ক্লে। হাঁ, সে খামখেয়ালি বটে—সে কথা আমি মানি; কিন্তু সুন্দরীর সকলই শোভা পায়—সুন্দরীর ও-সব দোষ সহ্য করা যায়।

কো। এতদূর যখন হল, তবে বেশ বোঝা যাচ্চে আপনি চিরকালই তাকে ভাল বাসবেন।

ক্লে। আমি? বরং আমি মরে যাব। আগে আমি তাকে যে রকম ভাল বাসতেম, এখন আমি তাকে আবার তেমনি ঘৃণা করব।

কো। তাকে যদি অত ভাল মনে করেন তা হলে কি ক'রে করবেন?

ক্লে। এত যে ভাল, এত যে সুন্দরী, এত যে রূপসী, তবুও যে আমি তাকে ত্যাগ কচ্চি, ঘৃণা কচ্চি, এতেই কি আমার জ্বলন্ত প্রতিশোধ আরও প্রকাশ পাচ্চে না?

দশম দৃশ্য।

লুসিল্, ক্লেওন্ত্, কোবিয়েল, নিকোল।

নিকোল। (লুসিলের প্রতি) আমি তার ব্যাভারে অবাক হয়ে গিয়েছেলুম।

লুসিল। নিকোল, আমি তোকে যা বল্লুম তা ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু ঐ যে আস্‌চে।

ক্লে। (কোবিয়েলের প্রতি) আমি একটি কথাও কব না।

কো। আপনি যা করবেন আমিও তাই করব।

লু। ক্লেয়োন্ত্, ব্যাপারটা কি? তোমার কি হয়েচে?

নি। কোবিয়েল, তোর কি হয়েচে বল্ দেখি?

লু। তোমার কিসের দুঃখ?

নি। তোকে এ রকম হাঁড়ি মুখো দেখ্‌চি কেন?

লু। ক্লেয়োন্ত্, তোমার মুখে কথা নেই কেন?

নি। কোবিয়েল, তুই কি বোবা হয়েচিস্?

ক্লে। কি প্রতারক!

কো। কি জুয়োচোর!

লু। আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি, আজ সকাল ব্যালা তুমি যে দ্যাখ্যা করতে এসেছিলে, তার দরুণ তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।

ক্রে। (কোবিয়েলের প্রতি) আ! আ! ও বুঝতে পেরেছে ও কি করেছিল।

নি। আজ সকাল ব্যালাকার অভ্যর্থনায় তোমার মন চটে গেছে, না?

কো। (ক্রেয়োন্তের প্রতি) ও বুঝেছে কোথায় আমার ঘা লেগেচে।

লু। আচ্ছা সত্যি করে বল দেখি ক্রেয়োন্ত, এই জন্যই কি তুমি রাগ করনি?

ক্রে। হাঁ, বিশ্বাসঘাতিনী, যদি বল্তেই হল তো সত্যি; তুমি অবিশ্বাসের কাজ করে মনে মনে যে [illegible] করবে তা আমি তোমাকে করতে দেব না; আমিই আগে তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করব। তুমি আমাকে যে ত্যাগ করেছ একথা না তুমি বল্তে পার। তবে এ নিশ্চয় যে তোমার উপর আমার যে ভালবাসা আছে তাকে জয় করতে আমার পক্ষে একটু কঠিন হবে, আমার তার জন্য কষ্ট হবে, কিন্তু কি করা যায়—কিছু দিনের জন্য তা আমি সহ্য করব। অবশেষে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবেই। কিন্তু কখনই এত দূর দুর্ব্বল হব না যে তোমার কাছে আবার ফিরে আস্‌ব, তার চেয়ে বরং আমি বুকে ছুরি বিঁধিয়ে মরে যাব সেও ভাল।

কো। (নিকোলের প্রতি) মনিবের যে কথা, চাকরেরও ঐ কথা।

লু। একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তোমরা কি গোলটাই কচ্চ। আজ সকাল ব্যালায় তোমাকে যে দেখেও দেখি নি তার কারণ কি শোন, ক্লেয়োন্ত।

ক্লে। (লুশিলের মুখ দেখিব না এই রূপ ভান করিয়া) না না আমি কিছুই শুনতে চাই নে।

নি। (কোবিয়েলের প্রতি) কেন কথা না কয়ে তোর কাছ দিয়ে নট্ করে চলে গিয়েছিলুম তার কারণ তোকে বল্‌চি।

কো। (নিকোলের মুখ দর্শন করিবে না এইরূপ ভান করিয়া) আমি কিছুই শুন্‌তে চাই নে।

লু। (ক্লেয়োন্তকে অনুসরণ করিয়া)—শোন বলি, আজ সকালে—

ক্লে। (লুশিলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) আমি বল্‌চি, না।

নি। (কোবিয়েলকে অনুসরণ করিয়া) শোন বলি—আমি—

কো। (নিকোলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিতে চলিতে) না, বিশ্বাসঘাতিনী।

লু। শোন বলি।

ক্লে। আর কোন কথা না।

নি। আমাকে বলতে দেও।

কো। আমি কালা।

লু। ক্লেয়োন্ত!

ক্লে। না।

নি। কোবিয়েল!

কো। কিছু না।

লু। একটু দাঁড়াও।

ক্লে। তোমার মাথা।

নি। আমার কথা শোনো।

কো। তোমার মুণ্ডু।

লু। একটু খানির জন্যে।

ক্লে। আদপে না।

নি। একটু খানি সবুর কর।

কো। রস্তা।

লু। দুটি কথা।

ক্লে। না সব চুকে গেছে।

নি। একটি কথা।

কো। না, আর কোন কথা না।

লু। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া)—ভাল! আমার কথা শুনতে যখন তোমার ইচ্ছে নেই, তখন যা তোমার ইচ্ছে তাই কর।

নি। (থমকিথা দাঁড়াইয়া)—ও রকম যখন কচ্চ—তখন যা খুসি তাই কর।

ক্লে। (লুসিলের দিকে ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা সকাল

ব্যালা ও রকম অভ্যর্থনা কেন করেছিলে তার কারণটা শোনাই যাক।

লু। (ক্লেয়োস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাইতে যাইতে) সে কথা বল্‌তে আর আমার ইচ্ছে নেই।

কো। (নিকোলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া) কি ব্যাপা-রটা হয়েছিল শোনাই যাক্।

নি। (কোবিয়েলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) আর তা তোমাকে শোনাতে ইচ্ছে নেই।

ক্লে। (লুসিলের অনুসরণ করিয়া) বল না—

লু। (ক্লেয়োস্তের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) না, আমি কিছুই বলব না।

কো। (নিকোলকে অনুসরণ করিয়া) আমাকে বল না—

নি। (কোবিয়েলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া যাইতে যাইতে) না, আমি কিছুই বলব না।

ক্লে। তোমার পায়ে পড়ি!

লু। না, আমি বলব না।

কো। তোমার পায়ের ধুল খাই!

নি। আর কোন কথা না।

ক্লে। তোমার পায়ে পড়ি।

লু। যাও, যাও।

কো। তোমার পায়ে পড়ি।

নি। দূর হ এখান থেকে।

ক্লে। লুসিল।

লু। না।

কো। নিকোল!

নি। না, না.।

ক্লে। দেবতার দোহাই!

লু। না, আমি চাই নে।

কো। বল না আমাকে।

নি। আদপে না।

ক্লে। আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর।

লু। না, আমি কিছুই করব না।

কো। আমার মনটা ভাল কর।

নি। না, আমার ইচ্ছে নেই।

ক্লে। ভাল! আমার কষ্ট নিবারণ করতে যখন তোমার কিছুই ইচ্ছে নেই—আমার ভাল বাসাকে কেন অপমান করলে তারও যখন কোন কারণ বোল্লে না তখন বিশ্বাস-ঘাতিনী, আর আমাকে দেখতে পাবে না—এই শেষ দেখা। আর এখনি আমি দূর দেশে গিয়ে প্রেমের যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করব।

কো। (নিকোলের প্রতি) আর আমিও মনিবের পিছনে পিছনে যাব।

লু। (গমনোদ্যত ক্লেয়োন্তের প্রতি) ক্লেয়োন্ত!

নি। (গমনোদ্যত কোবিয়েলের প্রতি) কোবি-য়েল!

ক্লে। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া)—অ্যাঁ?

কো। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া) কি বল্‌চ?

লু। কোথায় যাচ্চ?

ক্লে। সে তো তোমাকে বলেচি।

কো। আমরা মর্‌তে যাচ্চি।

লু। ক্লেয়োন্ত, তুমি মর্‌তে যাচ্চ?

ক্লে। হাঁ, নৃশংসে, তোমার যখন তাই ইচ্ছে।

লু। আমার! আমার ইচ্ছে যে তুমি মর?

ক্লে। হাঁ, তোমার তাই ইচ্ছে।

লু। কে তোমাকে বল্লে?

ক্লে। (লুসিলের কাছে আসিয়া) আমার সন্দেহ ভঞ্জন না করা আর আমার মরণ ইচ্ছে করা কি একই কথা না?

লু। সে কি আমার দোষ? তুমি যদি আমার কথা শুন্‌তে তাহলে কি তোমাকে বলতুম না? আজ সকালে আমার এক জন বুড়ি জেঠাই মা এসেছিলেন, তাঁর এই মত যে, এক জন পুরুষ মানুষ কাছে এলেও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম যায়। এই বিষয়ে তিনি আমাদের ক্রমাগত উপদেশ দেন, আরও বলেন যে যত পুরুষ মানুষ আছে সবাই দৈত্য। তাদের দেখলেই পালাতে হয়।

নি। (কোবিয়েলের প্রতি) আসল ব্যাপারটা কি শুনলে তো?

ক্লে। লুসিল, আমাকে তো ভুল বোঝাচ্চো না?

কো। (নিকোলের প্রতি) আমাকে তো ভোগা দিচ্চিস্‌নে?

লু। সত্যি কথা বলচি।

নি। (কোবিয়েলের প্রতি) এ ঠিক কথা।

কো। (ক্রেয়োন্তের প্রতি) এত যুদ্ধের পর এখন তবে কেল্লাটা ছেড়ে দেওয়া যাক্?

ক্লে। আঃ! লুসিল! তুমি কি গুণ জান, তোমার এক কথায় আমার হৃদয়ের সব গোলমাল শান্ত হয়ে যায়; আর, যাকে ভাল বাসা যায় সে কি শীঘ্রই আমাদের লওয়াতে পারে।

কো। এই অদ্ভুত জানোয়ার গুল কি শীঘ্রই না আমাদের মন [illegible]তে পারে।

একাদশ দৃশ্য।

জুর্দ্যার স্ত্রী, ক্লেয়োন্ত, লুসিল্, কোবিয়েল্, নিকোল।

জু-স্ত্রী। ক্লেয়োন্ত, তোমাকে দেখে বড় খুসি হলুম, তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। আমার স্বামী আস্‌বেন, এই অবসরে

লুসিল্‌কে বিবাহ করবার জন্য তাঁর কাছে থেকে অনুমতি চেয়ো।

ক্লে। আ! ঠাকরণ তোমার এই কথা আমার কি মিষ্টি লাগল—আমার এখন কত আশা হল! তিনি কি আমার অনুকূলে উত্তর দেবেন?

দ্বাদশ দৃশ্য।

ক্লেয়োন্ত, জুর্দঁ্যা, জুর্দঁ্যার স্ত্রী, লুসিল, কোবিয়েল, নিকোল।

ক্লে। মহাশয়, আপনার কাছে একটি নিবেদন আছে, অনেক দিন থেকে আমি ভাবছি, আর তার উপর আমার নিজের স্বার্থ এতদূর নির্ভর করচে, যে সেটা আমি নিজে না বোল্লে চলবে না। তবে আর কোন গৌরচন্দ্রিমা না করেই আপনার কাছে এই নিবেদন কচ্চি যে আপনার জামাতা হতে আমার অত্যন্ত বাসনা হয়েচে। আমার এই বিনীত নিবেদনটি আপনি অনুগ্রহ করে গ্রাহ্য করুন।

জু। তোমাকে উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি জান্‌তে চাই তুমি এক জন বড়লোক কি না।

ক্লে। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ লোকে বড় ইতস্তত করে না। তখনই উত্তর দেয়। ঐ নামে পরিচয়

দিতে কেউ সঙ্কুচিত হয় না—বিশেষত আজ কালের এই রকম ধরণ হয়েছে। কিন্তু আমার এ সম্বন্ধে একটু সংকোচ আছে। আমার এই মত যে সর্ব্বপ্রকার ভণ্ডামিই ভদ্র লোকের অযোগ্য। ভগবান আমাদের যে অবস্থায় জন্ম দিয়েছেন, তা গোপন করা, অন্যের পদবী অপহরণ করে লোকের আছে আপনার বোলে পরিচয় দেওয়াটা অতি নীচ জঘন্য কাজ। যে পিতা মাতা হতে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি তাঁরা অবশ্য সম্ভ্রান্ত পদের কাজ করেছিলেন, আর আমি ৬ বৎসর ধরে সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে সম্ভ্রমের সহিত কাজ করে এসেছি—আর আমার যে ধন সম্পত্তি আছে তাতেও লোকের কাছে এক রকম মুখ রাখা যায়; কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও, আমি এমন নাম নিতে ইচ্ছে করি নে যা আমার নয়—না মশায়, আমি পষ্টই বলচি আমি বড় লোক নই।

জু। তবে বিদায় হও, আমার মেয়ে তোমার জন্য নয়।

ক্লে। কেন?

জু। তুমি বড় লোক নও; তুমি আমার মেয়েকে পেতে পার না।

জু-স্ত্রী। তুমি যে বড় লোক বড় লোক কচ্চ, বড় লোকের মানেটা কি বল দিকি? আমরা কি সেন্টলুইর বংশোদ্ভব?

জু। চুপ্ কর স্ত্রী; তুমি কি বলতে যাচ্চ আমি বুঝিচি।

জু-স্ত্রী। সামান্য দোকানদারদের ঘরে কি আমাদের জন্ম না?

জু। সে দুষ্ট লোকের মিথ্যা রটনা।

জু-স্ত্রী। আমাদের দুজনেরই বাপ কি দোকানদার ছিলেন না?

জু। মর্ মাগি! ও কথা কি আর ফুরোবে না? তোমার বাপ যদি দোকানদার হন, তবে সেটাতো তাঁর পক্ষে আরও খারাপ; কিন্তু আমার বাপের কথা যদি বল, তা লোকে যদি তাঁর বিষয় ওরকম বলে, সে না জেনে শুনেই বোলে থাকে। আর কিছু না, আমার বক্তব্য এই যে আমি একটি বড়লোক জামাই চাই।

জু-স্ত্রী। তোমার মেয়ের এমন একটি স্বামী চাই যে তার উপযুক্ত হবে; একজন কদাকার ভিক্ষুক বড়লোকের চেয়ে, ভাল দেখ্‌তে, টাকা কড়ি-ওয়ালা একজন সামান্য ভদ্র লোকের ছেলেও তার পক্ষে ভাল।

নি। সে কথা সত্যি আমাদের গাঁয়ে একজন জমি-দারের ছেলে আছে, তার মত কদাকার বোকা লোক আমি কখন দেখি নি।

জু। (নিকোলের প্রতি) চুপ কর্, বেয়াদব। তুই সারা দিন তেড়ে ফুড়ে আমাদের কথার মধ্যে আসিস কেন বল দিকি? আমার মেয়ের জন্য আমার যথেষ্ট টাকাকড়ি

আছে; আমার কেবল এখন মানের অভাব—আমার মেয়েকে আমি রাণী করব।

জু-স্ত্রী। রাণী?

জু। হাঁ, রাণী।

জু-স্ত্রী। হা! ভগবান যেন তা না করেন।

জু। সে আমি করবই প্রতিজ্ঞা করেছি।

জু-স্ত্রী। আমি তো ও কথায় কখনই মত দেব না। যতই বড়লোক হোক না কেন, তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলে নানা রকম কষ্টকর অসুবিধা হয়। আমি এ চাই নে যে আমার জামাই আমার মেয়েকে তার বাপ মার বংশ নিয়ে খোঁটা দেবে, আর তার যে ছেলে পিলে হবে তারা আমাকে দিদি না বলতে লজ্জা বোধ করবে। যদি আমার মেয়ে কোন সময়ে রাণীর মত পোসাক পোরে লোক লস্কর নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, আর যদি দৈবাৎ পাড়ার কাউকে নমস্কার করতে ভুলে যায় তখনি লোকে কত কি কথা বলবে। তারা বল্‌বে "এখন রাণী হয়ে ওর অহঙ্কারটা দেখেছ? ও জুর্দ্যার মেয়ে, ও ছোট ব্যালায় আমাদের সঙ্গে গিন্নি গিন্নি খেলা খেল্‌তে পেলে কত বোর্তে যেত, ও বরাবর ও রকম বড়লোক ছিল না; আর, ওর ঠাকুরদাদারা সেন্টইনোসেন্টের দরজার কাছে কাপড় বিক্রী করত। তারা ছেলেপুলেদের জন্য অনেক টাকা জমিয়ে গেছে, আর তার জন্য এখন পরকালেও বোধ হয় জবাব দিতে

হচ্চে ; কারণ, সৎ-পথে থেকে কখনই অত ধনী হতে পারত না”—আমি এই সব কথা শুন্‌তে চাইনে। আমি এমন লোক চাই, যাকে আমার মেয়ে দিলে সে আমার কাছে বাধিত থাকবে, আর যাকে আমি অনায়াসে বল্‌তে পারব “জামাই এইখানে বোসো, বোসে আমার সঙ্গে একত্র খাও”।

জু। যাদের মন অতি ছোট, তারাই ঐ রকম ক’রে বলে—তারা চিরকালই নীচ হয়ে থাক্‌তে চায়। আমার কথার আর উত্তর দিও না। লোকে যাই বলুক না কেন, আমার মেয়ে রাণী হবেই ; আর যদি তুমি আমাকে রাগিয়ে দেও, তা হলে আমি তাকে মহারাণী করব।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

জুর্দ্যার স্ত্রী, লুসিল, ক্লেয়োন্ত্, নিকোল,

কোবিয়েল।

জু-স্ত্রী। এখনও ভর্ষা ছেড়ো না। (লুসিলের প্রতি) বাছা, আমার সঙ্গে এসো ; আর খুব জেদ্ করে তোমার বাপকে বল যে ক্লেয়োন্তকে ভিন্ন তুমি আর কাউকে বিয়ে করবে না।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

ক্লেয়োন্ত, কোবিয়েল।

কো। উচু ভাবের কথা কয়ে আপনি তো বেশ কাজ গুছিয়েছেন দেখ্‌চি।

ক্লে। তুই কি চাস্? ও বিষয়ে আমার যে সঙ্কোচ, তা লোকের দৃষ্টান্ত দেখে যাবার নয়।

কো। আপনি কচ্চেন কি? ঐ রকম লোকের সঙ্গে কি গম্ভীর ভাবে কাজ করতে হয়? আপনি কি দেখ্‌চেন না ও-লোকটা পাগল? আর ওর একটু মন যুগিয়ে চোল্লে আপনার কি লোক্‌সান?

ক্লে। তুই ঠিক বলচিস্; আমি আগে জান্‌তুম না যে জুর্দ্যাঁর জামাই হতে গেলে বড়লোকের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

কো। (হাসিয়া) হা! হা! হা!

ক্লে। হাস্‌চিস্ কেন?

কো। তা করলে বড় মজা হয়।

ক্লে। কি করলে?

কো। সম্প্রতি একটা মুখোস্-নাটক হয়ে গেছে, সেইটে এখন বেশ কাজে দেখ্‌বে। ঐ বুড় পাগলটাকে নিয়ে একটা রং তামাসা করা যাক্। যদিও, যে মৎলবটা করেছি, একটু

যার বুদ্ধি আছে সেই তা বুঝতে পারে, কিন্তু ও লোকটার কাছে যা ইচ্ছে তাই বেমালুম চালানো যেতে পারে। বেশি ফিকির টিকির করতে হয় না। যা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে তাই ও বিশ্বাস করবে। সাজবার লোকও আছে, সাজও মজুদ আছে; আমাকে আপনি এখন কেবল কাজটা করতে দিন।

ক্লে। কিন্তু আমাকে আগে বল্—

কো। আমি এখনি সব বল্‌চি। এখন এখান থেকে যাওয়া যাক, বুড়োটা এই দিকে আবার আস্‌চে।

পঞ্চদশ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ একাকী।

জু। এর মানে কি? বড়লোক নিয়ে লোকে আমাকে কেবল ঠাট্টা করে; কিন্তু আমি দেখচি বড় লোকদের সঙ্গে মেশাচ্চেয়ে ভাল কাজ আর কিছুই নাই। তাদের ওখানে যেমন ভদ্রতা ও সম্মান এমন আর কোথাও নেই; আর, রাজা কিম্বা মহারাজা হয়ে জন্মাতে গেলে যদি আমার হাতের দুটা আঙ্গুল কেটে ফেল্‌তে হয় তাতেও আমি রাজি আছি।

ষোড়শ দৃশ্য।

জুদঁ্যা, একজন পেয়াদা।

পে। হুজুর, একজন বেগমের হাত ধরে একজন নবাব এসেছেন।

জু। আ! কি সর্ব্বনাশ! আমায় যে কতকগুল হুকুম দিতে হবে। তাঁদের বল, আমি এখনি আস্‌চি।

সপ্তদশ দৃশ্য।

বেগম দরিমেন, নবাব দোরাস্ত,

একজন পেয়াদা।

পে। আমাদের কর্ত্তা বোল্লেন যে তিনি এখনি আস্‌-চেন।

দোরা। আচ্ছা, বেশ।

অষ্টাদশ দৃশ্য।

দরিমেন, দোরাস্ত।

দরি। দোরাস্ত, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্চিনে; যে বাড়ির কাউকেই আমি চিনি নে, সে বাড়িতে তোমার সঙ্গে আসাটা আমাকে ভারি অদ্ভুত ঠেক্‌চে।

দো। বেগম, তোমাকে খাওয়াবার জন্য তবে কোন্ জায়গা পছন্দ করব বল? কারণ, গোলমাল এড়াবার জন্য, তুমি খানাটা নিজের বাড়িতেও হতে দিতে চাও না—আমার বাড়িতেও দিতে চাও না।

দরি। কিন্তু তুমি কি স্বীকার কর না, কেমন আস্তে আস্তে তোমার প্রেমের উপহার নিতে আমাকে লইয়েছিলে? আমি যতই নেব না বোলে বারণ ক'রে পাঠাই, তুমি আমাকে কিছুতেই ছাড় না—আমি শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম—আর তোমার কি এক রকম ভদ্র একগুঁয়েমি আছে, যে তাতে ক'রে তোমার যা ইচ্ছে তাতেই এক জনকে আস্তে আস্তে লওয়াতে পার। প্রথমে তো ঘন ঘন আমার বাড়ি আস্‌তে আরম্ভ করলে, তার পরে তোমার মনের ভাব প্রকাশ করলে, তার পরে আমার নামে ভালবাসার গান বেঁধে পাঠাতে লাগ্‌লে—তার পর আমোদ-প্রমোদে নিমন্ত্রণ করতে লাগ্‌লে—তার পর উপহার পাঠাতে লাগ্‌লে—আমি ও-সব-তাতেই বাধা দিয়েছিলুম, কিন্তু তুমি তো হট্‌বার লোক নও, আস্তে আস্তে, এক পা এক পা ক'রে, এগিয়ে আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দিলে। আর আমার নিজের উপর কিছুই নির্ভর নেই। আর, আমার এই বিশ্বাস, শেষে তোমার সঙ্গে, বিবাহ করতে পর্য্যন্ত আমাকে রাজি করাবে—যা আমার আদপে ইচ্ছে নেই।

দো। বল কি, বেগম, ও কাজটা ক'রে ফেলাই উচিত

ছিল। তুমি বিধবা মানুষ; নিজেরই উপর তোমার নির্ভর, আমিও আমার নিজের প্রভু, আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভাল বাসি। তবে কেন বল দেখি আমাকে সুখী না করবে?

দরি। তুমি বল কি, দোরাস্ত, দুজনে একত্রে সুখে জীবন কাটাতে গেলে, উভয় পক্ষেই ভাল ভাল গুণ থাকা চাই। পৃথিবীর মধ্যে যারা খুব সুবোধ লোক তাদেরও মধ্যে এমন সুখের যুগল মিলন হতে পারে না যাতে তারা একেবারে বেশ সন্তুষ্ট হতে পারে।

দো। বেগম তুমি খেপেচ না কি, অত বাধা বিঘ্ন কি আগে থাকতে মনে করতে হয়? আর তুমি ভুক্তভোগী হয়ে যা শিখেছ, তা যে সব অবস্থায় খাট্‌বে তাও তো নয়।

দরি। আমি আবার সেই কথায় আস্‌চি, আমার জন্যে তুমি যে সব খরচ কর তাতে আমার দুই কারণে ভাবনা হয়। প্রথমতঃ আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়চি—আর দ্বিতীয়তঃ (রাগ কোরো না) আমার জন্য খরচ পত্র করে তোমার অনেকটা জড়িয়ে পড়তে হচ্চে, কিন্তু আমার তা ইচ্ছে নয়।

দো। আ! বেগম ও সব কোন কাজের কথা নয়—আর ও রকম ক'রে—

দরি। আমি যা বল্‌চি, তা ঠিক্‌ই বল্‌চি। তা ছাড়া,

যে হীরেটা জোর করে আমাকে দিয়েছ, তার যে রকম দাম—

দো। ও জিনিসের আবার দাম কি? আমার ভাল বাসার তুলনায় ও জিনিসের এত কম মূল্য যে আমি তোমার যোগ্য ব'লেই মনে করি নে, আর তোমার কাছে এই মিনতি—এই যে এই বাড়ির মালিক আস্চে।

ঊনবিংশ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ, দরিমেন্, দোরান্ত।

জু। (দুইবার সেলাম করিতে করিতে দরিমেনের অতি নিকটে আসিয়া পড়ায়) বেগম, আর একটু দূরে।

দরি। কি?

জু। এক পা স'রে যেতে আজ্ঞে হয়।

দরি। সে কি?

জু। তৃতীয় বারের জন্যে একটু পিছু হটুন।

দো। হাঁ হাঁ, কি রকম খাতির করতে হয়, জুর্দ্যাঁ তা বেশ জানেন।

জু। বেগম, এ আমার অতি গৌরবের বিষয় যে আমার উপর এতদূর অনুগ্রহ করে এই অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যে আপনার শুভাগমন রূপ অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অনু-

গৃহীত করেছেন। আর আমার যদি এত দূর গুণ থাক্‌তো যে আপনার মত গুণের যোগ্য গুণজ্ঞ হতে পারতেম, আর যদি ভগবান আমার সৌভাগ্যের ঈর্ষা না ক'রে আমাকে যোগ্য করতেন—

দো। জুর্দ্যা, যথেষ্ট হয়েচে। বেগম বেশি প্রশংসা ভাল বাসেন না—আপনি যে একজন রসিক লোক তা উনি বেশ জানেন (দরিমেনের প্রতি মৃদুস্বরে) ও এক জন ভাল মানুষ গ্রাম্য দোকানদার, ওর ধরণ ধারণে বড় হাসি পায়।

দরি। (দোরান্তের প্রতি মৃদুস্বরে) তা বুঝতে বড় আয়াস পেতে হয় না।

দো। বেগম, ইনি আমার একজন পরম বন্ধু।

জু। ওরূপ বলায় আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পাচ্চে।

দো। ইনি খুব এক জন রসিক পুরুষ।

দরি। ওঁর উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে।

জু। বেগম, এখনও আমি এমন কিছু করি নি, যাতে এ অনুগ্রহের যোগ্য হতে পারি।

দো। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদু স্বরে) দেখো সাবধান, যে হীরেটা তুমি দান করেছ সে হীরের কথা যেন পেড়ো না।

জু। (দোরান্তের প্রতি মৃদুস্বরে) কেমন তাঁর লাগ্‌ল একথাটাও কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নে ?

দো। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদু স্বরে) কি? ও বিষয়ে বিশেষ সাবধান হয়ো! তাহলে ভারি চাষাড়ে রকম হবে, ভদ্র লোকের মত কাজ করতে হলে, এই রকম দেখাতে হবে যেন ঐ উপহার তুমি দেও নি। (প্রকাশ্যে) বেগম, জুর্দ্যা বলচেন যে আপনি ওঁর বাড়িতে আসায় উনি ভারি খুসি হয়েচেন।

দরি। উনি আমার খুব সম্মান করচেন।

জু। (দোরান্তের প্রতি মৃদুস্বরে) মশায়, আমার হয়ে ওঁর কাছে এই রকম বলায় আমি আপনার কাছে অত্যন্ত বাধিত হলুম।

দো। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) অনেক কষ্টে আমি ওঁকে এখানে এনেছি।

জু। (দোরান্তের প্রতি মৃদুস্বরে) আমি জানি নে আপনাকে এর জন্য কত ধন্যবাদ দেব।

দো। বেগম, ইনি বলচেন যে আপনার মত সুন্দরী উনি পৃথিবীর মধ্যে কাউকে দেখেন নি।

দরি। আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ আর—

দো। এখন খাওয়া দাওয়ার চেষ্টা দেখা যাক্।

বিংশ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ, দরিমেন, দোরান্তু এক জন
পেয়াদা।

পে। (জুর্দ্যাঁর প্রতি) হুজুর, সব প্রস্তুত।

দো। এসো তবে টেবিলে বসা যাক্; আর গাইয়ে বাজিয়েদের এখানে আস্‌তে বলা হোক।

একবিংশ দৃশ্য।

নৃত্য-নাট্য। (৬ জন গায়ক নাচিতে নাচিতে আসিয়া নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী টেবিলের উপর আনয়ন।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দরিমেন, জুর্দ্যাঁ, দোরান্ত, তিনজন
গায়ক, একজন পেয়াদা।

দরি। বাস্তবিক দোরান্ত, এ যে খুব জমকালো খানার আয়োজন হয়েছে।

জু। আপনি বলেন কি বেগম, আপনার যোগ্য কিছুই হয় নি।

(দরিমেন, জুর্দ্যাঁ, দোরান্ত এবং তিনজন গায়ক আহারে উপবেশন)

দো। বেগম, জুর্দ্যাঁ যা বলচেন তা ঠিক, উনি আর আপনার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে আমাকে অত্যন্ত বাধিত কচ্চেন। ওঁর সঙ্গে এবিষয়ে আমার মতের মিল হচ্চে; এ আয়োজন আপনার উপযুক্ত নয়। এ খানা আমি হুকুম দিয়েছিলেম, তাই তেমন ভাল হয় নি। যদি আমাদের বন্ধু ডামিস এ খানার হুকুম দিতেন তা হলে অনেক ভাল হত। এ সব বিদ্যে আমার বড় আসে না—জুর্দ্যাঁ ঠিক বলেছেন যে এ খানার আয়োজন আপনার যোগ্য হয় নি।

দরি। এর উত্তর আর কি দেব, যে রকম আহার কচ্চি তাতেই যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হচ্চে।

জু। আহা হাত দুখানি কি সুন্দর!

দরি। হাত এমনই কি ভাল, তবে হাতে যে হীরেটা আছে তার কথা যদি বলেন, হাঁ সেটা অতি সুন্দর।

জু। আমি বেগম, আমি হীরের কথা পাড়ব?—না ভগবান যেন তা হতে আমাকে রক্ষা করেন। তা হলে কো ভদ্র লোকের মত কাজ করা হবে না; আর হীরেটার মূল্য কিছুই নয়।

দরি। আপনার দেখ্‌চি ভারি উঁচু নজর।

জু। আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহ—

দো। (জুর্দ্যাকে ইসারা করিয়া) আরে কে আছিস, জুর্দ্যাকে এবং ঐ ভদ্র লোকদের একটু মদ দেওয়া হোক। ওঁরা অনুগ্রহ করে একটা মদের গান গাইতে আরম্ভ করুন।

দরি। ভাল ভোজের সঙ্গে ভাল গানবাজনা যেমন চাট্‌নি হয় এমন আর কিছু না—যাহোক আমোদের আয়োজনটা বেশ হয়েছে।

জু। বেগম, এতো নয়—

দো। জুর্দ্যা এখন এসো আমরা চুপ ক'রে শুনি—আমরা যাই কথা কই না কেন, তার চেয়ে এই গায়ক মহাশয়দের কথা অবশ্যি বেশি ভাল লাগবে!

(হস্তে পেয়ালা ধরিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় গায়ক একত্রে।)

ঢাল সুরা প্রিয়ে ; ওই চারু করে
মদিরার পাত্র আহা কিবা শোভা ধরে !
মদিরা প্রমদা মিলে প্রাণ করে খুন
দ্বিগুণ জ্বালিয়ে দিয়া প্রেমের আগুন।
এসো তবে তুমি আমি সুরা তিন জনে
পরস্পর বাঁধি মোরা প্রেমের বন্ধনে।
সুধা সুধাময় মিশি অধর সুধায়,
অধর লাবণ্য ধরে সুধার প্রভায়।
তুয়েতেই তৃষা মোর, বড় হয় সুখ
দিতে যদি পারি দুয়ে সটান চুমুক।
এসো তবে তুমি আমি সুরা তিন জনে
পরস্পর বাঁধি মোরা প্রেমের বন্ধনে।

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় গায়ক একত্রে)

সবে মিলে এসো ভাই সুরা করি পান
সময় বহিয়া যায় নাহি কি সে জ্ঞান ?

ঢালো সুরা ঢালো সুরা
পাত্র কর ভরপুরা।

ক'রে লও সুখ, দেহে যত দিন প্রাণ।
পার হ'তে হবে যদি, ঘোর বৈতরণী নদী,
ফেলে যেতে হবে মদ সে নদীর তটে ;
এই বেলা কর পান যতদিন আছে প্রাণ,
চির কাল পান করা কার ভাগ্যে ঘটে ?

করুক না মূর্খ তত্ত্ববাগীশের দল
সুখ দুঃখ তত্ত্ব নিয়ে ঘোর কোলাহল,
দেখাক না নানা যুক্তি, লইয়ে নির্ব্বাণ মুক্তি,
মোদের নির্ব্বাণ মুক্তি পেয়ালার মাঝে,
আমাদের সুখ যত সেথাই বিরাজে;
ধন মান প্রিয় জন, তাদের কি প্রয়োজন,
জীবনের সুখ তারা পারে কি বাড়াতে?
সংসারে দেখ্‌ত চেয়ে, কি আছে মদের চেয়ে
জীবনের দুখ জ্বালা ভাবনা তাড়াতে?

(তিন জনে একত্রে)

ঢাল্ সুরা ঢাল্ সাকী, সময় ত নাই বাকী,
ঢাল্ ঢাল্ আরো ঢাল্ ঢাল দ্রাক্ষারস,
যত ক্ষণ নাহি বলি, বস্ বস্ বস্!

দরি। এর চেয়ে ভাল গান আর হতে পারে না—বড় সরেশ।

জু। কিন্তু ঠাকরণ, ওর চেয়েও একটি ভাল চিজ আমি এখানে দেখ্‌চি।

দরি। বাহবা! জুর্দ্যা সাহেব যে এত রসিক তা আমি জান্‌তেম না।

দো। বল কি ঠাকরণ! তুমি তবে জুর্দ্যাকে কি ঠাওরেছিলে?

জু। আমার ইচ্ছে, আমি ওঁকে যে রকম বলব সেই রকম উনি আমাকে ঠাওরান।

দরি। আবার?

দো। (দরিমেনের প্রতি) তুমি ওঁকে চেনো না।

জু। যখন ওঁর ইচ্ছে হবে, তখনি উনি চিনবেন।

দরি। না, আমি হার মানলেম।

দো। কথায় ওঁর সঙ্গে পারবার জো নেই, জবাব হাতে হাতে। আর তুমি কি দেখতে পাচ্চ না বেগম, তুমি যে সকল খাবার জিনিস পর্শ করচ, উনি তাই খাচ্চেন।

দরি। জুর্দ্যা সাহেবকে দেখে আমি মোহিত হয়েচি।

জু। আমি যদি আপনার হৃদয়কে মোহিত করতে পারতেম, তা হলে—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যার স্ত্রী, জুর্দ্যা, দরিমেন, দোরান্ত,
গায়কগণ, পেয়াদা।

জু-স্ত্রী। বাঃ! বাঃ! এই যে অনেক লোকজন নিমন্ত্রণ হয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, আমি এখানে আস্‌ব বলে কেউ মনে করে নি। বলি ও কর্ত্তা, এই কাজটি গোছাবার জন্যই কি আমাকে আমার বোনের বাড়িতে পাঠাতে তোমার এত মাথা ব্যথা হয়েছিল? নীচে একটা নাটক হচ্ছিল এই আমি দেখে এলুম, আবার এখানে

যেন একটা বিবাহের ভোজ বোসে গেছে। এই রকম করেই তুমি টাকা গুল নষ্ট কর, আর আমার অবর্ত্তমানে এই রকম করে তুমি বাইরের অন্য মেয়েদের এনে ভোজ দেও, গান শোনাও, নাটক দেখাও, আর আমাকে কি না তুমি সেই সময় অন্য জায়গায় চালান কর।

দো। তুমি কি বল্‌চ ঠাকরণ? এ তোমার মাথায় কি করে এল বল দেখি যে তোমার স্বামী এই সব খরচ করে-চেন, আর এই বেগমকে খাওয়াচ্চেন? আমিই এই সব খরচ করেচি। উনি কেবল আমাকে ওঁর বাড়ি ধার দিয়েছেন এই মাত্র—তুমি কি কথা বলচ একটু ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ।

জু। হাঁ বেয়াদব, নবাব সাহেবই এই বেগমকে ভোজ দিচ্চেন—আর বেগম একজন মস্ত লোক, আর নবাব সাহেব অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ি ধার নিয়েছেন—আর আমাকেও এইখানে থাক্‌তে নিমন্ত্রণ করেছেন।

জু-স্ত্রী। ও সব কাজের কথা নয়—আমি যা জানি তা ঠিক্ জানি।

দো। ঠাকরণ আসল জিনিসটা কি একবার চষমা দিয়ে দেখ।

জু-স্ত্রী। আমার চষমার দরকার নেই—আমি বেশ পষ্ট দেখতে পাচ্চি। আসল ব্যাপারের আঁচ আমি অনেক দিন থেকেই পেয়েচি, আমি তো আর একটা জানোয়ার নই।

এত বড় লোক হয়ে তুমি যে আমার স্বামীর পাগলামিতে সাহায্য কর এ তোমার ভারি অন্যায়। আর তুমি বেগম বড ঘরের স্ত্রীলোক হয়ে যে একটি সংসারের মধ্যে ঝগ্‌ড়া বাধিয়ে দিচ্চ, আর তোমার প্রেমে পড়তে আমার স্বামীকে উৎসাহ দিচ্চ, এ তোমার মত লোকের উচিতও নয় উপযুক্তও নয়।

দরি। এ সকলের অর্থ কি? দোরান্ত, তোমার ভারি অন্যায় যে তুমি আমাকে এখানে এনে ঐ মুখ-ফোঁড় স্ত্রী-লোকের কাছে থেকে কতকগুল কথা শুনালে।

দো। (প্রস্থানোদ্যত দরিমেনের অনুসরণ করিয়া) বেগম, বেগম, কোথায় পালাচ্চ?

জু। বেগম—নবাব সাহেব, আমার হয়ে দু কথা বেগমকে বল, আর ওঁকে ফিরিয়ে আনবারও চেষ্টা কর।

তৃতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁর স্ত্রী, জুর্দ্যাঁ, পেয়াদা।

জু। বেয়াদব কোথাকারে, বড় কাজই করেছ! সকলের সামনে আমাকে অপমান করলে আর বড় লোকদের কিনা আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে!

জু-স্ত্রী। বড় লোক না মাথা!

জু। হতভাগি তুই যে এই এসে থানাটা ভেঙ্গে দিলি. এই থানার বাকি জিনিস্‌গুল তোর মাথায় ছুড়ে তোর মাথাটা যে এখনো ভেঙ্গে দিই নি এই তোর পরম ভাগি।

(পেয়াদারা টেবিল উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান।)

জু-স্ত্রী। (প্রস্থান করিতে করিতে) ও কথা আমি গ্রাহ্য করি নে। আমার নিজের যে সব হক আছে আমি তাই বজায় রাখ্‌চি, আর স্ত্রীলোক মাত্রেই আমার দিকে হবে।

জু। এখন পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেলি—আমার এমন রাগ হয়েছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ একাকী।

কি কুক্ষণেই রায়-বাঘিনীটা এসে পড়েছিল। কত মজার মজার কথা আমার মাথায় এসেছিল—এমন রসিকতার ভাব আমার জীবনে কখনও হয় নি। ও আবার কি ?

পঞ্চম দৃশ্য।

জুদ্যাঁ, ছদ্মবেশধারী কোবিয়েল।

কো। মশায়, আপনি আমাকে জানেন কি না বল্‌তে পারিনে।

জু। না মশায়।

কো। (হস্তের ইঙ্গিতে পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া) আপনি যখন এইটুকু ছিলেন তখন আপনাকে আমি দেখেছি।

জু। আমাকে?

কো। হাঁ। আপনার মত সুন্দর ছেলে পৃথিবীতে ছিল না, স্ত্রীলোকেরা আপনাকে দেখলেই কোলে নিয়ে চুমো খেতো।

জু। আমাকে চুম খেতো?

কো। হাঁ। আপনার স্বর্গীয় পিতা ঠাকুরের আমি একজন পরমবন্ধু ছিলেম।

জু। আমার স্বর্গীয় পিতার?

কো। হাঁ। তিনি একজন খুব বড় লোক ছিলেন।

জু। কি বোল্লে?

কো। হাঁ, আমি বলচি, তিনি একজন খুব বড় লোক ছিলেন।

জু। আমার বাপ?

কো। হাঁ।

জু। তুমি তাঁকে ভাল রকম জান্‌তে?

কো। খুব ভাল জানতেম।

জু। আর তুমি জানতে যে তিনি বড় লোক ছিলেন?

কো। তার সন্দেহ নাই।

জু। তবে লোকগুল কি রকমের আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নে।

কো। কেন?

জু। কতকগুল এমন পাগল আছে যারা বলে যে আমার বাপ দোকান্দার ছিলেন।

কো। তিনি দোকান্দার? সে কেবল লোকের মিথ্যা নিন্দা, তিনি কখন তা ছিলেন না। তিনি যা করতেন সে কেবল লোকের উপকার। তিনি কাপড়-টাপড় চিনতেন ভাল, তাই তিনি নানা স্থান থেকে পছন্দ ক'রে সেই সকল কাপড় বাড়ি আনতেন, আর কিঞ্চিৎ লাভ রেখে তাঁর বন্ধু-দের দান করতেন।

জু। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি ভারি খুসি হলুম। আমার বাপ যে বড় লোক ছিলেন তার একজন সাক্ষী এতদিনে পাওয়া গেল।

কো। সমস্ত জগতের কাছে আমি এর সাক্ষী দেব।

জু। তা হলে তুমি আমাকে বড় বাধিত করবে। এখন কি জন্য আসা হয়েচে?

কো। সেই বড় লোক আপনার স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলুম।

জু। সমস্ত পৃথিবী?

কো। হাঁ।

জু। বোধ হয় সে খুব দূর দেশ?

কো। হাঁ নিশ্চয়ই। আমি সবে চার দিন হল সেই দূর দেশ থেকে এসেছি। আর আপনাদের সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই আমি খোঁজ খবর রাখি কি না, তাই একটা ভারি সুখবর আপনাকে দিতে এসেছি।

জু। কি সুখবর?

কো। আপনি জানেন যে তুর্কের বাদসার ছেলে এখানে আছে?

জু। আমি?—না।

কো। সে কি। অনেক লোক-লস্‌কর আস্‌বাব সঙ্গে এসেছে, সহর শুদ্ধ লোক যে তা দেখতে যায়—আর আমাদের দেশে খুব বড় লোক ব'লে মান পেয়েছে।

জু। মাইরি, এ কথা আমি জান্‌তেম না।

কো। আর আপনার পক্ষে সুবিধে এই যে আপনার কন্যার উপর তাঁর মন পড়েছে।

জু। তুর্ক বাদসার পুত্র?

কো। হাঁ! তিনি আপনার জামাতা হতে চান!

জু। বাদসার পুত্র, আমার জামাতা?

কো। হাঁ, তুর্ক বাদসার পুত্র আপনার জামাতা। আমি যখন দেখা করতে গিয়েছিলেম, তাঁর ভাষা বুঝি কি না, তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বার্ত্তা হয়েছিল—অন্য অন্য কথার মধ্যে তিনি আমাকে বোল্লেন—"আক্কিয়াম ক্রক্ সলেব্ অঞ্চ্ আলা মুস্তাফ গিদেলুম, আমানাহেম বারাহিনী উস্সেরে কাবুলথ" অর্থাৎ একটি সুন্দরীকে কি তুমি দেখনি? তিনি হচ্চেন সহরের একজন বড় লোক জুর্দ্যা সাহেবের কন্যা।

জু। তুর্কের বাদসা আমার কথা এই রকম বল্লেন?

কো। হাঁ। তার পর যখন আমি তাকে উত্তর দিলুম যে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে, আর আপনার মেয়েকে আমি দেখেচি, তিনি তখন বোল্লেন "মারাবাবা সাহেম" অর্থাৎ আমি ভারি তার প্রেমে পড়েছি।

জু। "মারাবাবা সাহেম" এই কথার মানে আমি ভারি তার প্রেমে পড়েছি?

কো। হাঁ।

জু। মাইরি, তুমি এ কথা বোলে ভাল করলে। কেন না, আমি কখনই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে "মারাবাবা

সাহেমের" মানে হচ্চে আমি ভারি তার প্রেমে পড়েছি। বা! তুর্ক ভাষাটা কি চমৎকার।

কো। ভারি চমৎকার। আপনি কি জানেন "কাকা-রাকামুষেন্" কাকে বলে?

জু। কাকারাকামুষেন? না।

কো। তার মানে হচ্চে আমার প্রিয় আত্মা।

জু। "কাকারাকামুসেনের" মানে হচ্চে আমার প্রিয় আত্মা?

কো। হাঁ।

জু। বা কি চমৎকার! "কাকারাকামুষেন্" আমার প্রিয় আত্মা। কখনো কি ওকথা কেউ বলে? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে।

কো। আমার ঘটকালি তবে শেষ করি। উনি আপ-নার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হয়েচেন। আর তাঁর পুত্রের যোগ্য শ্বশুর করবার জন্য তিনি আপনাকে"মামামুষি" করতে ইচ্ছা করেন। এই "মামামুষি" হচ্চে তাঁর দেশের একটা মস্ত পদবীর খেতাব।

জু। মামামুষি?

কো। হাঁ মামামুষি, অর্থাৎ আমাদের ভাষায় রায়-বাহাদুর। রায়-বাহাদুরের মত অমন মস্ত খেতাব আর নাই—পৃথিবীর যত বড় লোক আছে,আপনি তাহলে তাদের সমকক্ষ হবেন।

জু। তুর্কের বাদসা আমাকে খুব মান দিয়েছেন, এখন তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে তুমি আমাকে একবার তাঁর ওখানে নিয়ে চল—আমি নিজে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দেব।

কো। এ কি! তিনি যে নিজেই এখানে এসেছেন দেখ্‌চি।

জু। তিনি এখানে এসেছেন?

কো। হাঁ। আর আপনাকে সেই খেতাব দেবার জন্য যে সব সরঞ্জামের দরকার তাও সঙ্গে এনেছেন।

জু। বাঃ! খুব শিঘির তো।

কো। তাঁর যে রকম অনুরাগ তাতে বিলম্ব আদপে সোচ্চে না।

জু। এখন আমার কেবল এই ভাবনা হয়েছে যে আমার মেয়েটা বড় একগুঁয়ে, তার এই জেদ্ হয়েছে যে ক্লেয়োন্ত বোলে একটা কে লোক আছে তাকে ভিন্ন সে আর কাউকে বিয়ে করবে না।

কো। যখন সেই তুর্ক বাদসার ছেলেকে দেখবে তখনই তার মন বোদ্‌লে যাবে। আর একটা বড় মজা হয়েচে, তুর্ক বাদসার ছেলেকে খানিকটা ক্লেয়োন্তের মত দেখতে (আমি কেয়োন্তকে দেখেচি)। সুতরাং তার উপর যে ভাল বাসা হয়েচে, তা ওর থেকে গিয়ে শাজাদার উপর অনায়াসে পড়তে পারে—বোধ হয় তিনি আসচেন—এই যে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

তুর্ক বেশে ক্লেয়োন্ত; তিন জন দাস, ক্লোয়েন্তের পরিচ্ছদ ধরিয়া জুর্দ্যাঁ, কোবিয়েল।

ক্লে। আম্বুসাহিম্ অকি বোরাফ্, জর্দিনা, সালামালেকি।

কো। (জুর্দ্যাঁর প্রতি) অর্থাৎ জুর্দ্যাঁ সাহেব, তোমার হৃদয় সমস্ত বৎসর একটি প্রফুল্ল গোলাপের মত হোক্। ওঁদের দেশের এই রকম ভদ্রতার কথা।

জু। আমি শাহেন শা শাজাদার অতি বিনীত দাস।

কো। কারিগার কাম্বোডো উস্তিন মোরাক্।

ক্লে। উস্তিন্‌ইয়ক্ কাতামালেকি বাসম বানে আল্লা মোরান।

কো। উনি বোলচেন ভগবান যেন আপনাকে সিংহের ন্যায় বলবান আর সর্পের ন্যায় চতুর করেন।

জু। শাজাদা আমাকে খুব মান দিচ্চেন, আমি তাঁর সর্ব্বপ্রকার উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।

কো। ওসা বিনামেন সাউক বাবাল্লি ওরাকাফ্ উরাম

ক্লে। বেল্ মেন।

কো। উনি বলচেন যে আপনি শীঘ্র শীঘ্র ওঁর সঙ্গে গিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করুন, তার পরে উনি আপনার কন্যাকে দেখবেন—দেখে বিবাহ কার্য্য শেষ করবেন।

জু। এত গুল ব্যাপার ঐ দুই কথায় ?

কো। হাঁ। তুর্ক ভাষাটাই ঐ রকমের, অল্প কথায় অনেক বলা যায়—উনি যেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে চাচ্চেন শীঘ্রিঘির আপনি সেখানে যান।

সপ্তম দৃশ্য।

কোবিয়েল, একাকী।

মাইরি! বড় মজাই হয়েছে। কি ঠকানটা ঠকেচে! সমস্ত কথা মুখস্থ থাকলেও একজন এমন সরেশ অভিনয় করতে পারতো না। হা! হা!

অষ্টম দৃশ্য।

দোরান্ত, কোবিয়েল।

কবি। মহাশয় আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই কাজটায় একটু সাহায্য করবেন ?

দো। হা! হা! কোবিয়েল, কার সাধ্যি তোকে চেনে? কি চমৎকার সেজেচিস্।

কো। দেখুন—হা হা—

দো। হাসচিস্ কেন?

কো। মশায় সেটা হাস্‌বারই বিষয়।

দো। কি রকম?

কো। আমার মনিবের সঙ্গে যাতে জুর্দাঁ তাঁর মেয়ের বিবাহ দেন তার কি ফিকির হতে পারে আপনি আন্দাজ করে বলুন দেখি।

দো। সে ফিকিরটা আমি ঠাওরাতে পাচ্চিনে। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝতে পাচ্চি যে তুই যখন এর ভার নিয়েচিস তখন নিশ্চয়ই সফল হবে।

কো। আপনার কাছে সে জানোয়ারটা যে অপরিচিত নয় তা আমি জানি।

দো। ব্যাপারটা কি আমাকে বল।

কো। আপনি কষ্ট করে একটু তফাতে যান—ঐ ওরা সবাই আসচে—আপনি দেখে কতকটা বুঝতে পারবেন—বাকিটা পরে আপনাকে মুখে বলব।

নবম দৃশ্য।

তুর্ক অনুষ্ঠান, মুফ্‌তি, দর্বেশ, তুর্ক, মুফ্‌তির সহকারীগণ।

নাচিতে নাচিতে

গাইতে গাইতে প্রবেশ।

দশম দৃশ*।

মুফ্‌তি, দর্বেশ প্রভৃতি।

জুর্দ্যা। (তুর্ক পরিচ্ছদ পরিধান, মস্তক মুণ্ডিত)।

মুফতি। (জুর্দ্যার প্রতি)

সে তি সাবির
তি রেস পন্দির
সে নন সাবির
তাজির তাজির।

(দুই জন দর্বেশ জুর্দ্যার একটু দূরে
লইয়া গিয়া।)

মুফতি। দিবে, কিষ্টার রিস্তা? আনাবাতিস্তা? আনাবাতিস্তা?

তুর্কগণ। ইয়ক্।

মুফতি। জইঙ্গিস্তা।

তুর্কগণ। ইয়বা।

মুফতি। কক্কিতা?

তুর্কগণ। ইয়ক?

মুফতি। হুমিতা? মবিসটা? ফ্রনিস্তা?

---

* এই সকল দৃশ্য একটু সংক্ষেপ করা গিয়াছে।

তুর্কগণ। ইয়ক, ইয়ক, ইয়ক

মুফতি। হালাবা বালা সু বালাবা

তুর্কগণ। হালাবা বালা সু বালাবা বালাদা।

একাদশ দৃশ্য।

মুফ্তি। (জুর্দ্যাঁর মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগ্ড়ি পরাইয়া, তাঁকে হাটু গাড়িয়া বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠে কোরান চাপাইয়া—উচ্চৈঃস্বরে উর্দ্ধদিকে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া—হু!)

তুর্কগণ—হু হু হু।

জু। (পৃষ্ঠ হইতে কোরান্ নামাইয়া লইলে পর)

উঃ।—

মুফ্তি। (জুর্দ্যাঁকে তলোয়ার দান) দারা দারা বাস্তোমারা।

তুর্কগণ। দারা দারা বাস্তোমারা।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জুদঁ্যা জুদঁ্যার-স্ত্রী।

জু-স্ত্রী। ও মা, এ কি! একি সর্ব্বনাশ! এ কি মূর্ত্তি! এ রকম ক'রে বাঁদর সাজিয়ে দিলে কে?

জু। বেয়াদব্ কোথাকারে, এক জন মামামুষিকে তুমি এই রকম করে বল?

জু-স্ত্রী। সে কি?

জু। হাঁ এখন আমাকে সকলের মান্য করতে হবে—এখন আমি মামামুষি হয়েচি।

জু-স্ত্রী। ওর মানে কি?—মামামুষিটা কি আবার?

জু। মামামুষি—মামামুষি।

জু স্ত্রী। সে কি রকম জানোয়ার?

জু। মামামুষি অর্থাৎ আমাদের ভাষায় রায়-বাহাদুর।

জু-স্ত্রী। কি! লাল বাঁদর?

জু। আরে মূর্খ! আমি বলচি রায়-বাহাদুর। এই মাত্র সবাই ধরে-বেঁধে আমাকে রায়-বাহাদুর করে দিলে। তারই এতক্ষণ অনুষ্ঠান হচ্চিল।

জু-স্ত্রী। সে কি রকম অনুষ্ঠান?

জু। দারা দারা বাস্তনারা।

জু-স্ত্রী। তার মানে কি?

জু। সে ত্তি সাবির, ত্তি রেসপন্দির।

জু-স্ত্রী। সে কি?

জু। সে নন সাবির, তাজির তাজির।

জু স্ত্রী। ও সব কি ছাই ভস্ম বলচ?

জু। ইয়ফ ইয়ফ ইয়ফ।

জু-স্ত্রী। ওসবের মানে কি?

জু। (গাইতে ও নাচিতে নাচিতে) হুলা বা বালাস্থ, বালাবা বালাহা (ভূমিতলে পড়িয়া)

জু-স্ত্রী। ওমা! কি হবে! আমার স্বামী পাগল হয়ে গেছেন।

জু। (উঠিয়া ও যাইতে যাইতে।) চুপ বেয়াদব মামামুষি-সাহেবকে মান্য করিস্।

জু-স্ত্রী। (একাকী) কি ক'রে পাগল হলেন? আমি দৌড়ে যাই, বাড়ি থেকে না বেরিয়ে যান (দরিমেন ও দোরান্তকে দেখিতে পাইয়া) যা বাকি ছিল তাই এইবার হবে দেখচি! চারিদিকেই বিপদ।

দো। হাঁ, বেগম, এমন মজার ব্যাপার তুমি কখন দেখনি—আর আমার মনে হয় না যে ছুনিয়ার মধ্যে ও লোকটার মত পাগল আর কেউ আছে, ক্লেয়োন্তের যাতে

বিবাহটা ঘটে সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, আর যখন ছদ্মবেশ করে আস্‌বে তখন তাতে আমাদের পোষকতা করতে হবে; সে লোকটা বড় ভাল, সে সাহায্য পাবার যোগ্য।

দরি। তার উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে, তার মনস্কামনা পূর্ণ হলেই ভাল।

দো। তা ছাড়া, এখানে একটা আমাদের ব্যালে-নাচ হবে—সেটা তোমাকে দেখতেই হবে—আমি যেটা কল্পনায় করিছিলুম সেটা কাজে ঠিক্ হল কি না তাও দেখা দরকার।

দরি। ওখানে আমি দেখ্‌ছিলুম ভারি জমকালো রকম আয়োজন হচ্চে—কিন্তু দোরান্ত, এ সকল আর সহ্য করা যায় না। হাঁ, আমি এইবার তোমার এই খরচের ছড়াছড়ি বন্দ করে দেব, তুমি আমার জন্য যে সব অজস্র খরচ কর তার স্রোত বন্ধ করবার জন্য আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আমি বিবাহ করব।

দো। আ! বেগম্—এ কখন হতে পারে যে তুমি আমার জন্য এই রকম মধুর প্রতিজ্ঞা করবে।

দরি। তোমার যাতে সর্ব্বনাশ না হয় এই জন্যই আমি বিবাহ করতে রাজি হচ্চি—তা না হলে আমি বেশ দেখতে পাচ্চি আর দিন কতক পরে একটি পয়সাও তোমার হাতে থাকবে না।

দো। বেগম আমার টাকা বাঁচাবার জন্য যে তোমার

এত ভাবনা তাতে তোমার কাছে আমি অত্যন্ত বাধিত হলুম। আমার হৃদয় যেমন, তেমনি আমার সমস্ত ধন সম্পত্তিও তোমার—আর তোমার যে রকম ইচ্ছে সেই রকম তার ব্যবহার করতে পার।

দরি। আমি দুয়েরই ভাল ব্যবহার করব। কিন্তু এই যে কর্ত্তা আস্‌চেন! চমৎকার মূর্ত্তি হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জুর্দঁ্যা, দরিমেন, দোরান্ত্।

দো। আপনার নূতন পদের সম্মান করতে, আর তুর্ক-রাজার ছেলের সঙ্গে যে আপনার মেয়ের বিবাহ হবে তাতে আহ্লাদ প্রকাশ করতে আমরা দুজনে এসেছি।

জু। (তুর্ক-ধরণে বন্দেগি করিয়া) মহাশয়, আমি ইচ্ছা করি যে আপনি সর্পের ন্যায় বলবান আর সিংহের ন্যায় চতুর হন।

দরি। প্রথমে যার কথা বল্লেন আমরা তারই ন্যায় আপ-নার এই উচ্চ পদোন্নতিতে আহ্লাদ প্রকাশ করতে এসেছি।

জু। বেগম, আমি ইচ্ছা করি, তুমি সারা বৎসর প্রফুল্ল গোলাপ হয়ে থাক। আমার পদোন্নতিতে আহ্লাদ প্রকাশ করচ এজন্যে আমি অত্যন্ত বাধিত হলুম—আর তুমি এখানে

ফিরে এসেছ বোলে আমি ভারি খুসি হলুম। আমার স্ত্রী যে রকম বাড়াবাড়ি করেছিল তার জন্য মার্জ্জনা চাইতে এখন অবসর পেলুম!

দরি। সে কিছুই নয়, তাঁর ও রকম ব্যবহার আমি মাপ কচ্চি। আপনার মত হৃদয় তাঁর নিকট নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান, আর এমন রত্ন পেয়ে তাঁর যে হারাবার আশঙ্কা হতে পারে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

জু। আমার হৃদয়, সে তুমিই অধিকার করেছ।

দো। দেখ বেগম, সম্পদে যারা অন্ধ হয় সে রকম ধরণের লোক জুর্দ্যা সাহেব নন। এখন যে ওঁর এত উঁচুপদ হয়েচে তবু দ্যাখো উনি বন্ধুদের এখনও ভোলেন নি।

দরি। ও মহৎ অন্তঃকরণেরই চিহ্ন।

দো। ভাল, শাজাদা এখন কোথায়? আমরা হচ্চি আপনার বন্ধু, তাঁর সম্মান করা আমাদের কর্ত্তব্য কাজ।

জু। এই যে উনি আসচেন। আর ওঁর সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য আমার মেয়েকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

তৃতীয় দৃশ্য।

জুর্ঁ্যা, দরিমেন, দোরান্ত, তুর্কবেশধারী ক্লেয়োন্ত।

দো। (ক্লেয়োন্তের প্রতি) আপনার রাজশ্রীচরণে আমাদের প্রণাম। আমরা আপনার শ্বশুরের বন্ধু, আমাদের বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন।

জু। তোমাদের পরিচয় দেবার জন্য, আর তোমরা যা বলবে তা বুঝিয়ে দেবার জন্য দ্বিভাষীর আবশ্যক—কোথায় সেই দ্বিভাষী? তোমরা দেখো তোমাদের কথায় তিনি উত্তর দেবেন—তিনি বড় চমৎকার তুর্কভাষা কইতে পারেন। ও হে! কোন্ চুলোয় না জানি সে গেছে।

জু। (ক্লেয়োন্তের প্রতি) স্ত্রূফ্ স্ত্রূফ্ স্ত্রুফ স্ত্রূফ। ইয়ে—সাহেব, বড়া সাহেব বড়া সাহেব; ইয়ে—বেগম বড়া বেগম (বুঝাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া) আ! (ক্লেয়োন্তের নিকট দোরান্তকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া) মশায় উনি একজন এদেশী মামামুষী। আর উনি হচ্চেন এদেশী মামামুষিনী। এর চেয়ে ভাল ক'রে আমি তো আর বোঝাতে পারিনে। এই যে দ্বিভাষী এসেছে, এখন বেশ হবে।

চতুর্থ দৃশ্য।

জুর্দ্যা দরিমেন্, দোরান্ত, তুর্ক পরিচ্ছদধারী ক্লেয়োন্ত, ছদ্মবেশী কোবিয়েল।

জু। কোথায় যাচ্চ হে? তুমি না থাক্‌লে আমরা কিছুই কথা কোইতে পারব না। (ক্লেয়োন্তকে দেখাইয়া) ভাল ওঁকে একটু বুঝিয়ে বল দেখি যে এঁরা হচ্চেন বড় লোক—আর আমার বন্ধু বোলে ওরা ওঁকে সেলাম দিতে এসেছেন (দরিমেন ও দোরান্তের প্রতি) দেখো কেমন উত্তর দেবে এখন।

কো। আমাবামা ক্রকিয়াম আককি বোরাম আলাবাসেন।

ক্লে। কাতাল্লেকি তুবাল উরিন সোতের আমালুছান।

জু। (দরিমেন ও দোরান্তের প্রতি) দেখচ।

কো। উনি বোলচেন সম্পদের বৃষ্টি যেন সকল সময়ে আপনার পরিবার-বাগানে জল দেয়!

জু। আমি তো তোমাদের আগেই বলেছিলুম যে উনি তুর্ক ভাষা চমৎকার বোলতে পারেন।

দরি। বা! বড় চমৎকার!

পঞ্চম দৃশ্য।

লুসিল, ক্লেয়োন্ত, জুর্দ্যাঁ, দরিমেন, দোরান্ত কবিয়েল।

জু। এসো বাছা; কাছে এসো, এঁর হাতে হাত দেও—ইনি তোমার বিবাহের প্রার্থী হয়ে তোমার মান বাড়াচ্চেন!

লু। একি! বাবা, একি রকম অদ্ভুত সাজে সেজেচ? তুমি কি যাত্রার সং সাজতে যাচ্চ না কি?

জু। না, না, এ যাত্রা নয়; এ ভারি গম্ভীর বিষয়—আর এতে বাছা তোমার যেমন মান হচ্চে এমন আর কিছুতে নয়। (ক্লেয়োন্তকে দেখাইয়া) ইনিই তোমার বর।

লু। আমার, বাবা?

জু। হাঁ, তোমার। এই এসো, তোমার হাত আমি ওঁকে দিলুম—আর এই সুখের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেও।

লু। আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।

জু। আমি তোমার বাপ, আমার এই ইচ্ছে।

লু। আমি তা কিছুতেই করব না।

জু। আঃ! কি গোলমাল! এসো আমি বলচি—হাত দেও।

লু। না, বাবা ; আমি তো তোমাকে বলেচি ক্লেয়োন্ত ভিন্ন আর কারও সঙ্গে কেউই আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে পারবে না ; আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে বরং আমি সব অত্যাচার সহ্য করব তবু—(ক্লেয়োন্তকে চিনিতে পারিয়া) সত্যি বটে তুমিই আমার বাবা ; তোমার আজ্ঞা পালন করা সম্পূর্ণরূপে আমার উচিত—এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পার।

জু। আ! এত শীঘ্‌ঘির যে তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান ফিরে এসেছে এতে বড় আমি খুসি হলুম, এমন আজ্ঞাকারী মেয়ে কখন কারু হবে না।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জুঁর্দ্যার স্ত্রী, ক্লেয়োন্ত্, জুঁর্দ্যা, লুসিল, দোরান্ত,

দরিমেন, কোবিয়েল।

জু-স্ত্রী। ব্যাপারটা কি বল দেখি? এসব কি? শুন্‌তে পাচ্চি না কি তুমি একজন বোবার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবে?

জু। তুমি কি চুপ করবে বেয়াদব? সকল কথাতেই তোমার না থাক্‌লে চলে না কি? কিছুতেই কি তোমার একটু বুদ্ধি শুদ্ধি হবে না?

জু-স্ত্রী। আমার বুদ্ধি হবে না, না তোমার বুদ্ধি হবে না—তোমার পাগ্‌লামি ক্রমেই দেখ্‌চি বাড়্‌চে—এসব লোকজন কিসের জন্য ?

জু। আমি তুর্ক রাজার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

জু-স্ত্রী। তুর্ক রাজার ছেলের সঙ্গে ?

জু। (কোবিয়েলকে দেখাইয়া) হাঁ। এই দ্বিভাষীর সাহায্য নিয়ে তুমি একটু ওঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কও।

জু-স্ত্রী। আমার দ্বিভাষীর দরকার নেই, আমি নিজেই ওর মুখের সাম্‌নে বলব যে ও আমার মেয়েকে কখনই পাবে না।

জু। ফের আমি বল্‌চি তুমি কি চুপ করবে ?

দো। কি! ঠাকরণ! এমন মানের কাজে তুমি বাধা দিচ্চ ? শাজাদাকে তোমার জামাই করতে সম্মত হচ্চ না ?

জু-স্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! মশাই তুমি আপনার চরকায় তেল দেও।

দরি। এমন সৌভাগ্যকে অগ্রাহ্য করতে নেই।

জু-স্ত্রী। বেগম তোমাকেও বল্‌চি, তোমার এতো মাথা ব্যাথায় কাজ নেই।

দো। বন্ধুত্ব আছে বোলেই তোমাদের ভাল মন্দ দেখ্‌তে হয়।

জু-স্ত্রী। তোমার বন্ধুত্বে আমার দরকার নেই।

দো। তোমার মেয়েও তো বাপের মতে মত দিয়েচে।

জু-স্ত্রী। এক জন তুর্ককে বিয়ে করতে আমার মেয়ের মত হয়েচে?

দো। নিশ্চয়ই।

জু-স্ত্রী। ক্লেয়োন্তকে সে ভুল্‌তে পারে?

দো। বড় লোকের স্ত্রী হবার জন্য কি না করতে পারে?

জু-স্ত্রী। ও রকম কাজ করলে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেলি।

জু। ভাল বকড় বকড় আরম্ভ করেছ! আমি বল্‌চি, এই বিবাহ হতেই হবে।

জু-স্ত্রী। আমি বলচি, কখনই হবে না।

জু। আ! কি গোলমাল!

লু। মা!

জু-স্ত্রী। যা! যা! তুইও ঐ দলের।

জু। (জু-স্ত্রীর প্রতি) যে মেয়ে আমার এমন আজ্ঞাকারী তার সঙ্গে তুমি ঝগ্‌ড়া কচ্চ?

জু-স্ত্রী। হাঁ। ও যেমন তোমার মেয়ে, তেমনি আমার ও মেয়ে।

কো। (জু-স্ত্রীর প্রতি) ঠাকরণ!

জু-স্ত্রী। কি তুমি আমাকে বোলতে চাও?

কো। একটি কথা।

জু-স্ত্রী। তোমার কথায় আমার কাজ নেই।

কো। (জুর্দ্যাঁর প্রতি) মশায় যদি উনি গোপনে আমার একটি কথা শোনেন তাহলে নিশ্চয় বলচি এই বিবাহে মত দেবেন।

জু-স্ত্রী। আমি কখনই মত দেব না।

কো। ভাল একবারটি শুনুন।

জু-স্ত্রী। না—আমি শুন্‌তে চাই নে।

জু। উনি তোমাকে বল্‌বেন—

জু-স্ত্রী। ওর কোন কথা আমি শুন্‌তে চাইনে।

জু। স্ত্রী লোকের কি ভয়ানক একগুঁয়েমি! ওর কথা একবারটি শুন্‌লে কি তোমার কান পোচে যাবে?

কো। একবারটি কেবল শুনুন; তার পর যা ইচ্ছে তাই করবেন।

জু-স্ত্রী। আচ্ছা! কি?

কো। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) ঠাকরণ এক ঘণ্টা ধরে তোমাকে ইসারা কচ্চি! এ তুমি বুঝতে পাচ্চ না যে তোমার স্বামীর মন যোগাবার জন্যই এ সব কচ্চি? এই সব সংসেজে ওঁকে ভোলাচ্চি—ক্লেয়োন্তই তুর্ক রাজার ছেলে সেজেচে।

জু-স্ত্রী। (কোবিয়েলের প্রতি চুপি চুপি) অঁ্যা! অঁ্যা!

কো। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) আর আমি কোবিয়েল দ্বিভাষী সেজেচি।

জু-স্ত্রী। (কোবিয়েলের প্রতি চুপি চুপি) অঁ্যা! এই রকম ব্যাপার হয়েছে? তবে আর কি।

কো। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) তুমি যে এ সব টের পেয়েছ যেন প্রকাশ না হয়।

জু-স্ত্রী। (উচ্চৈঃস্বরে) আচ্ছা ভাল তাই হোক, আমি এই বিবাহে মত দিলেম।

জু। আ! সকলেরই এখন বুদ্ধি শুদ্ধি ফিরে আসছে দেখ্‌চি। (জু-স্ত্রীর প্রতি) তুমি ওঁর কথা শুন্‌তে চাচ্ছিলে না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে তুর্ক রাজার ছেলে যে কি চীজ্ তাই উনি বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন।

জু-স্ত্রী। উনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন—আমি এখন সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন একজন পুরুতকে ডাকা যাক্।

দো। ঠিক বলেছেন। আর, আরও আপনি সন্তুষ্ট হবেন যখন শুন্‌বেন যে আপনার স্বামীর উপর আপনার যে সন্দেহ হয়েছে তা ভঞ্জন করবার জন্য সেই একই পুরো-হিতের দ্বারা এই বেগমের সঙ্গে আমারও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হবে।

জু-স্ত্রী। এতেও আমার মত দিলুম।

জু। (দোরান্তের প্রতি চুপি চুপি) ওকে বিশ্বাস করা-বার জন্য বুঝি?

দো। (জুর্দ্যাঁর প্রতি) ঠাকরুণকে ভোগা দেওয়া যাচ্ছে।

জু। (চুপি চুপি) বেশ, বেশ! (উচ্চৈঃ) কে আছিস্—শীঘ্‌ঘির পুরুত ডেকে নিয়ে আয়।

দো। যতক্ষণ না পুরুত আসে ততক্ষণ একটু নাচ-গান করে শাজাদাকে আমোদ দেওয়া যাক।

জু। বেশ মৎলব ঠাওরেছ। এসো আমরা নিজের নিজের জায়গায় বসি।

জু-স্ত্রী। আর নিকোল!

জু। ওকে আমি ঐ দ্বিভাষীর হাতে সোঁপে দিলুম; আর আমার স্ত্রীকে?—কেন, যে চায় তাকেই দিচ্চি।

কো। মশায়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ (জনান্তিকে) এর চেয়েও যদি কোন বেশি পাগল থাকে, সে কেবল উলোয়।

—নৃত্য-গীত—

সমাপ্ত।